উদ্বোধন-গ্রন্থাবলী

পত্রাবলী

চতুর্থ ভাগ



স্বামী বিবেকানন্দ

স্বামী বিবেকানন্দের

পত্রাবলী

(৪র্থ ভাগ)



তৃতীয় সংস্করণ

উদ্বোধন কার্য্যালয়
: নং মুখার্জ্জি লেন, বাগবাজার, কলিকাতা
বৈশাখ, ১৩৩৯

[মূল্য ॥৵ আনা

প্রকাশক—

স্বামী আত্মবোধানন্দ

উদ্বোধন কার্য্যালয়

১নং মুখার্জি লেন, বাগবাজার, কলিকাতা

প্রিণ্টার—

শ্রীজিতেন্দ্রনাথ দে

শ্রীকৃষ্ণ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

২৫৯, অপার চিৎপুর রোড, কলিকাতা

নিবেদন

স্বামী বিবেকানন্দের পত্রাবলীর চতুর্থ ভাগ প্রকাশিত হইল। ইহাতে ৩৮ খানি পত্র সন্নিবেশিত আছে। এগুলি সমুদয়ই ইংরাজীর অনুবাদ এবং অধিকাংশ তাঁহার পাশ্চাত্য শিষ্যাগণকে লিখিত—তন্মধ্যে স্বামিজী আমেরিকায় যাঁহার গৃহে প্রথম অতিথি হন সেই জজ্জ হেলের কন্যা মিস্ মেরি, মিসেস্ ওলিবুল ও সিষ্টার নিবেদিতার নাম উল্লেখযোগ্য। পূর্ব্বেই এগুলি উদ্বোধনে প্রকাশিত হইয়াছিল—এক্ষণে মূল পত্রগুলির সহিত, অভাবে প্রতিলিপির সহিত মিলাইয়া উত্তমরূপে সংশোধিত হইল। পত্রগুলির নিতান্ত ব্যক্তিগত অংশ ব্যতীত বিশেষ পরিবর্জ্জন করা হয় নাই এবং যথাসম্ভব তারিখ অনুসারে সাজাইয়া দেওয়া হইয়াছে। আবশ্যক বিবেচনায় দুই চারিটি পাদটিকাও সংযোজিত হইয়াছে। পত্রগুলির অধিকাংশ উপদেশপূর্ণ, কয়েকখানিতে তাঁহার কার্য্য ও ইতস্ততঃ ভ্রমণবিবরণ তাঁহার নিজমুখ হইতে জানা যায় বলিয়া ঐগুলি জীবন-চরিতের প্রামাণিক উপাদান হিসাবে বিশেষ মূল্যবান্। পূর্ব্ব পূর্ব্ব ভাগগুলির ন্যায় আশা করি, এই ভাগও সাধারণে সাদরে গ্রহণ করিবেন। ইতি—

শ্রাবণ, ১৩২৭

বশম্বদ
প্রকাশক



পত্রাবলী

চতুর্থ ভাগ

(১)

নিউইয়র্ক
৫৪নং পশ্চিম, ৩৩ সংখ্যক রাস্তা
১৪ই ফেব্রুয়ারী, ১৮৯৫

প্রিয় মিসেস্ বুল—

আপনার জননীর ন্যায় সৎপরামর্শের জন্য আমার হৃদয়ের কৃতজ্ঞতা গ্রহণ করুন; আশা করি আমি জীবনে উহা পরিণত করতে পারব।

আমি যে বইগুলির কথা আপনাকে লিখেছিলাম, সেগুলি আপনার বিভিন্ন ধর্ম্মের পুস্তক-সম্বলিত গ্রন্থাগারের জন্য। আর আপনারই যখন কোথা থাকা হবে-না-হবে ঠিক নাই, তখন উহাদের আর এখন প্রয়োজন নাই। আমার গুরুভাইদের উহার প্রয়োজন নাই, কারণ, তাঁরা ভারতে উহা পেতে পারেন; আর আমাকেও যখন সর্ব্বদা ঘুর্‌তে হচ্ছে, তখন আমার পক্ষেও সেগুলি বয়ে নিয়ে সর্ব্বত্র

যাওয়া সম্ভব নয়। আপনার এই দানের প্রস্তাবের জন্য আপনাকে বহু ধন্যবাদ।

আপনি আমার এবং আমার কাজের জন্য ইতিমধ্যেই যা করেছেন, তজ্জন্য আপনাকে আমার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ যে কি করে করব তা বল্‌তে পারি না। এই বৎসরও কিছু সাহায্যের প্রস্তাবের জন্য আমার অসংখ্য ধন্যবাদ জান্‌বেন।

তবে আমার অকপট বিশ্বাস এই যে, এ বৎসর আপনার সমুদয় সাহায্য মিস্ ফার্ম্মারের গ্রীনএকারের কার্য্যে করা উচিত। ভারত এখন অপেক্ষা করে বসে থাক্‌তে পারে—শত শত শতাব্দী ধরে ত অপেক্ষা কর্‌ছেই। আর হাতের কাছে এখনই কর্‌বার যে কাজটা রয়েছে সেইটার দিকে চিরকালই আগে দৃষ্টি দেওয়া উচিত।

আর এক কথা, মনুর মতে সন্ন্যাসীর পক্ষে একটা সৎকার্য্যের জন্য পর্য্যন্ত অর্থ সংগ্রহ করা ভাল নয়। আমি এখন বেশ প্রাণে প্রাণে বুঝেছি যে, ঐ সকল প্রাচীন মহাপুরুষগণ যা বলে গেছেন, তা অতি ঠিক কথা।

"আশা হি পরমং দুঃখং নৈরাশ্যং পরমং সুখং।"

—আশাই পরম দুঃখ এবং আশা ত্যাগ করাতেই

পরম সুখ। এই যে আমার এই করব ওই করব, এই রকম ছেলেমানুষী ভাব ছিল, এখন সেগুলিকে সম্পূর্ণ ভ্রম বলে বোধ হচ্ছে। আমার এখন ঐ সকল বাসনা ত্যাগ হয়ে আসছে। 'সব বাসনা ত্যাগ করে সুখী হও।' 'কেউ যেন তোমার শত্রু মিত্র না থাকে,—তুমি একাকী বাস কর।' 'এইরূপে ভগবানের নাম প্রচার করতে করতে শত্রুমিত্রে সমদৃষ্টি হয়ে, সুখ দুঃখের অতীত হয়ে, বাসনা ঈর্ষা ত্যাগ করে, কোন প্রাণীকে হিংসা না করে, কোন প্রাণীর কোন প্রকার অনিষ্ট বা উদ্বেগের কারণ না হয়ে, আমরা পাহাড়ে পাহাড়ে গ্রামে গ্রামে ভ্রমণ করে বেড়াব।'

'ধনী দরিদ্র, উচ্চ নীচ, কারও কাছ থেকে কিছু সাহায্য চেয়ো না—কিছুরই আকাঙ্ক্ষা করো না। এই যে সব দৃশ্যজাল একের পর এক করে দৃষ্টির সামনে থেকে অন্তর্হিত হয়ে যাচ্ছে, সেগুলিকে সাক্ষিরূপে দর্শন কর—সেগুলি সব চলে যাক্।'

হয় ত এই দেশে আমাকে টেনে নিয়ে আসবার জন্য ঐ সব উন্মত্ত বাসনার প্রয়োজন ছিল। আর আমি এই অভিজ্ঞতা লাভ করবার জন্য প্রভুকে ধন্যবাদ দিচ্ছি।

আমি এখানে বেশ সুখে আছি। আমি আর

মিঃ ল্যাণ্ডস্‌বার্গ মিলে কিছু চাল ডাল বা যব রাঁধি—চুপচাপ খাই, তার পর হয় ত লিখ্‌লুম বা পড়লুম বা উপদেশপ্রার্থী গরীব লোকদের কেউ দেখা করতে এলো—তাদের সঙ্গে কথাবার্ত্তা কইলুম। আর এই রকম ভাবে থেকে বোধ হচ্ছে আমি যেন বেশ সন্ন্যাসীর ভাবে জীবন যাপন করছি—আমেরিকায় এসে অবধি এতদিন তা অনুভব করিনি।

'ধন থাকিলে দারিদ্র্যের ভয় আছে, জ্ঞানে অজ্ঞানের ভয় আছে, রূপে বার্দ্ধক্যের ভয় আছে, গুণে খলের ভয় আছে, অভ্যুদয়ে ঈর্ষার ভয় আছে, এমন কি দেহে মৃত্যুর ভয় আছে। এই জগতের সমুদয়ই ভয়যুক্ত, তিনিই কেবল নির্ভীক, যিনি সর্ব্বস্ব ত্যাগ করিয়াছেন।'*

আমি সেদিন মিস্ কর্ব্বিনের সঙ্গে দেখা করতে গেছ্‌লাম—মিস্ ফার্ম্মার ও মিস্ থার্সবিও তথায় ছিলেন। আধঘণ্টা ধরে বেশ আনন্দে কাট্‌ল। তাঁর ইচ্ছা

* ভোগে রোগভয়ং কুলে চ্যুতিভয়ং বিত্তে নৃপালাদ্ভয়ং
মানে দৈন্যভয়ং বলে রিপুভয়ং রূপে জরায়া ভয়ম্।
শাস্ত্রে বাদিভয়ং গুণে খলভয়ং কায়ে কৃতান্তাদ্ভয়ং
সর্ব্বং বস্তু ভয়ান্বিতং ভুবি নৃণাং বৈরাগ্যমেবাভয়ম্॥
—বৈরাগ্যশতক।

আগামী রবিবার থেকে তাঁর বাড়ীতে কোন রকম ক্লাস খুলি।

আমি আর এখন এ সবের জন্য ব্যস্ত নই। আপনা আপনি যদি এসে পড়ে, তবে তাতে প্রভুরই জয়জয়কার— আর যদি না আসে, তা হলে তাতেও প্রভুর আরও জয়জয়কার দিই।

পুনরায় আমার অপার কৃতজ্ঞতা গ্রহণ করুন।

আপনার চিরানুগত সন্তান—
বিবেকানন্দ

---

(২)

নিউইয়র্ক
৫৪নং পশ্চিম, ৩৩ সংখ্যক রাস্তা
২১শে মার্চ্চ, ১৮৯৫

প্রিয় মিসেস্ বুল—

আমি যথাসময়ে আপনার কৃপালিপি পেলাম এবং তাতে আপনার এবং মিস্ থার্সবি ও মিসেস্ এডামস্ সম্বন্ধে খবরাখবর পেয়ে বিশেষ সুখী হলাম।

আপনার সঙ্গে মিসেস্—ও মিস্ হেলের দেখা হয়েছে শুনে খুব সুখী হলাম—চিকাগোয় আমার যে কয়জন বিশিষ্ট বন্ধু আছেন তন্মধ্যে তাঁহারা অন্যতম।

—এর দল আমার বিরুদ্ধে যে সকল নিন্দা প্রচার করছেন তা শুনে আমি আশ্চর্য্য হলাম। তার মধ্যে একটি হচ্ছে এই যে, আমার অসচ্চরিত্রতার দরুণ ডিট্রেয়েটের মিসেস্ ব্যাগলিকে তাঁর একটি অল্পবয়স্কা দাসীকে তাড়াতে হয়েছিল !!! মিসেস্ বুল ! আপনি কি দেখ্‌তে পাচ্ছেন না যে, কোন লোক যেরূপই চলুক না কেন, এমন কতকগুলি লোক চিরকালই থাক্‌বে, যারা তার সম্বন্ধে ঘোরতর মিথ্যা কথা রচনা করে প্রচার কর্‌বেই। চিকাগোতে ত এইরূপ আমার বিরুদ্ধে কিছু না কিছু প্রত্যহই লেগে থাকত। আর এই মহিলাগুলিই, সর্ব্বদাই দেখ্‌বেন—সেরা খৃষ্টীয়ান !

এদের যে হিন্দুরা অস্পৃশ্য বলে, আর বিধিপূর্ব্বক স্নান না করলে যে তাদের স্পর্শদোষ থেকে শুদ্ধ হওয়া যায় না, বিশ্বাস করে, এটা কি আর আশ্চর্য্যের বিষয় ? প্রাচীনেরা যা বলে গেছেন, তা খুব ঠিক—ইহা দিন দিন আমি হৃদয়ঙ্গম কর্‌ছি।

আমার বাড়ীটার নীচু তলায় আমি কয়েকটি বক্তৃতা পয়সা নিয়ে দেবার সঙ্কল্প কর্‌ছি—ঐ ঘরে প্রায় ১০০ লোকের জায়গা হবে—ঐতেই খরচা উঠে যাবে।

আমি ভারতবর্ষে পাঠাবার টাকার জন্য বিশেষ ব্যস্ত নই, আমি উহার জন্য অপেক্ষা কর্‌ব।

মিস্ ফার্ম্মার কি আপনার সঙ্গে আছেন? মিসেস পিক্ কি চিকাগোয় আছেন? আপনার সঙ্গে কি জোসেফাইন লকের দেখা হয়েছে?

মিস্ হ্যাম্‌লিন আমার প্রতি খুব দয়া প্রকাশ করছেন—তিনি আমাকে যথাসাধ্য সাহায্য করছেন।

আমার গুরুদেব বল্‌তেন, হিন্দু, খ্রীষ্টান প্রভৃতি বিভিন্ন নাম, মানুষে মানুষে পরস্পর ভ্রাতৃভাবের বিশেষ প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়াবে। আগে আমাদিগকে ঐগুলো ভেঙ্গে ফেলবার চেষ্টা করতে হবে। উহারা নিজেদের শুভকারিণী শক্তি হারিয়ে ফেলেছে—এখন উহারা কেবল অশুভ প্রভাব বিস্তার করছে—উহাদের কুৎসিত কুহকে পড়ে আমাদের মধ্যে যাঁরা বিশেষ গুণী তাঁরা পর্য্যন্ত অসুরবৎ ব্যবহার করে থাকেন। এখন আমাদিগকে ঐগুলি ভাঙ্গ্‌বার জন্য কঠোর চেষ্টা কর্‌তে হবে এবং আমরা এ বিষয়ে নিশ্চিত কৃতকার্য্য হব।

সেই জন্যই ত আমার একটা কেন্দ্র স্থাপন কর্‌বার জন্য এতটা আগ্রহ। সংঘের অনেক দোষ আছে সন্দেহ নাই, কিন্তু উহা ব্যতীত কিছু হবারও জো নাই। এইখানেই আমার আশঙ্কা—আপনার সঙ্গে মতভেদ হবে। সেই বিষয়টি এই যে, কেউ কখন

সমাজকেও সন্তুষ্ট করবে, অথচ বড় বড় কাজ করবে, তা হতে পারে না।

ভিতর থেকে যেরূপ প্রেরণা আসে সেইরূপ কাজ করা উচিত, আর যদি সেই কাজটা ঠিক ঠিক এবং ভাল কাজ হয়, সমাজকে নিশ্চিন্তই, হয় ত তিনি মরে যাবার শত শত শতাব্দী পরে, তাঁর দিকে ঘুরে আসতেই হবে। আমাদিগকে দেহ-মন-প্রাণ দিয়ে সর্ব্বান্তঃকরণে কাজে লেগে যেতে হবে। আর যতদিন পর্য্যন্ত না আমরা আর যা কিছু সব, একটা—কেবল একটা ভাবের জন্য—ত্যাগ করতে প্রস্তুত হচ্ছি, ততদিন আমরা কোন কালে আলোক দেখ্‌তে পাব না।

যাঁরা মানবজাতিকে কোন প্রকার সাহায্য করতে চান, তাঁহাদিগকে এই সকল সুখ দুঃখ, নাম যশ, আর যত প্রকার স্বার্থ আছে, সেইগুলির একটা পোঁট্‌লা বেঁধে সমুদ্রে ফেলে দিতে হবে এবং ভগবানের কাছে আস্‌তে হবে। সকল আচার্য্যেরাই এই কথা বলে গেছেন ও করে গেছেন।

আমি গত শনিবার মিস্ কর্ব্বিনের কাছে গেছ্‌লাম, আর তাঁকে বলে এসেছি যে আর ওখানে যেতে পার্‌ব না। জগতের ইতিহাসে কি এরূপ কখন হয়েছে যে বড় মানুষের দ্বারা কোন বড় কাজ হয়েছে? হৃদয় ও

মস্তিষ্ক থেকেই চিরকাল যা কিছু বড় কাজ হয়েছে—টাকা থেকে নয়।

আমি আমার ভাবকে নিয়ে সমগ্র জীবন উহার জন্য উৎসর্গ করেছি। ভগবান আমার সাহায্য কর্‌বেন—আমি অপর কারুর সাহায্য চাই না। ইহাই সিদ্ধির একমাত্র রহস্য—এ বিষয়ে নিশ্চিত আপনি আমার সঙ্গে একমত হবেন।

আপনারই চির কৃতজ্ঞ ও স্নেহের সন্তান
বিবেকানন্দ

পুঃ—মিস্‌ ফার্ম্মার ও মিসেস্‌ এডাম্‌স্‌কে আমার ভালবাসা জানাইবেন। ইতি—

বিঃ

---

(৩)

নিউইয়র্ক
৫৪নং পশ্চিম, ৩৩ সংখ্যক রাস্তা
১১ই এপ্রিল, ১৮৯৫

প্রিয় বুল মহোদয়া—

আপনার পত্র পেলাম—ঐ সঙ্গে মণিঅর্ডার ও ট্রান্সক্রিপ্ট কাগজটাও (Boston Evening Transcript) পেলাম। আজ ব্যাঙ্কে যাব—ডলার-

গুলি ভাঙ্গিয়ে পাউণ্ড করে আন্‌তে। কাল মিঃ লেগেটের সঙ্গে দেখা কর্‌তে ও তাঁর কাছে কয়েকদিন বাস কর্‌বার জন্য সহর ছেড়ে তাঁর পল্লীভবনে যাচ্ছি। আশা করি, পল্লীর বিশুদ্ধ বায়ু সেবনে আমার শরীর ও মন খুব ভালই হবে।

এ বাড়ী ছেড়ে দেবার কল্পনা আপাততঃ ত্যাগ করেছি—কারণ, তাতে বেশী খরচা পড়্‌বে; অধিকন্তু এখনই বাড়ী বদ্‌লান যুক্তিযুক্ত নহে—আমি ধীরে ধীরে সেটি কর্‌বার চেষ্টা কর্‌ছি।

কুষ্ঠব্যাধির ঔষধ সম্বন্ধে আমার বক্তব্য এই—আমার উহাতে তত বিশ্বাস নেই। ঐ দুরকম তেল কুষ্ঠব্যাধি ও অন্যান্য চর্ম্মরোগের জন্য ভারতে স্মরণাতীত কাল থেকে ব্যবহার হয়ে আস্‌ছে; আর সকলেই উহাদের কথা জানে। যা হোক, আমি ভারত থেকে সব শেষ যে খবর পেয়েছি তাতে জান্‌তে পেরেছি, আমার গুরুভাই ভালই আছেন।

আমি এই সঙ্গে খেত্‌ড়ি মহারাজের পত্র এবং কুষ্ঠ-ব্যাধির জন্য গর্জ্জন তেলের বর্ণনাসম্বলিত কাগজ খানা পাঠালাম।

মিস্ হ্যামলিন আমার যথেষ্ট সাহায্য কর্‌ছেন—আমি তজ্জন্য তাঁর নিকট বিশেষ কৃতজ্ঞ। তিনি আমার প্রতি

বড়ই সদয় ব্যবহার কর্‌ছেন—আশা করি তাঁর ভাবের ঘরেও চুরি নাই। তিনি আমাকে 'ঠিক ঠিক লোকদের' সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিতে চান—আমার ভয় হয়, পূর্ব্বে যেমন একবার যার তার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেবার দরুণ নিজেকে অবিচলিত রাখ্‌বার বিশেষ চেষ্টা কর্‌তে হয়েছিল, এ ব্যাপার তারই দ্বিতীয় সংস্করণ। প্রভু যাঁদের পাঠান তাঁরাই যথার্থ ঠিক ঠিক লোক ; —আমার সারা জীবনের অভিজ্ঞতায় এই কথাই ত আমি বুঝেছি। তাঁরাই যথার্থ সাহায্য কর্‌তে পারেন, আর তাঁরাই সাহায্য কর্‌বেন। আর অবশিষ্ট লোকদের সম্বন্ধে বক্তব্য এই, প্রভু তাদের সকলেরই কল্যাণ করুন, আর তাদের হাত থেকে আমায় রক্ষা করুন।

আমার সকল বন্ধুই ভেবেছিলেন, একলা একলা দরিদ্রপল্লীতে এইরূপ ঘর ভাড়া করে থাক্‌লে তাতে কিছুই হবে না, আর কোন ভদ্রমহিলা কখনই সেখানে আস্‌বেন না। বিশেষতঃ মিস্ হ্যাম্‌লিন মনে করেছিলেন, তিনি কিম্বা তাঁর মতে যারা 'ঠিক ঠিক লোক', তারা যে একক সামান্য দরিদ্রবাসোপযোগি-গৃহবাসী লোকের কাছে এসে তার উপদেশ শুন্‌বে, তা হতেই পারে না। কিন্তু তিনি যাই মনে করুন, যথার্থ ঠিক ঠিক লোক ঐ স্থানে দিনরাত আস্‌তে

লাগ্‌লো, আর উপরোক্ত মিস্ মহাশয়াও আস্‌তে লাগ্‌লেন। হে প্রভো, মানবের পক্ষে তোমার উপর এবং তোমার দয়ার উপর বিশ্বাস স্থাপন কি কঠিন ব্যাপার !!! শিব শিব ! মা, তোমায় জিজ্ঞাসা করি, 'ঠিক ঠিক লোকই' বা কোথায়, আর বেঠিক বা মন্দ লোকই বা কোথায়? এ সবই যে তিনি !! হিংস্র ব্যাঘ্রের মধ্যেও তিনি, নিরীহ মৃগশিশুর ভিতরও তিনি, পাপীর ভিতরও তিনি, পুণ্যাত্মার ভিতরও তিনি—সবই যে তিনি !! আমি আমার দেহ-মন-প্রাণ-আত্মা তাঁর পদে সমর্পণ করে তাঁর শরণ নিয়েছি—তিনি কি সারা জীবন তাঁর কোলে আশ্রয় দিয়ে এখন পরিত্যাগ কর্‌বেন? ভগবানের যদি কৃপাদৃষ্টি না থাকে, তবে সমুদ্রও শুকিয়ে যায়, জঙ্গল খুঁজেও এক টুক্‌রো কাঠ পাওয়া যায় না, আর কুবেরের ভাণ্ডার খুঁজেও এক মুঠো অন্ন মেলা ভার হয়—আর তাঁর ইচ্ছা হলে মরুভূমিতে নির্ম্মল-তোয়া স্রোতস্বতী প্রবাহিত হয় এবং ভিক্ষুকেরও প্রচুর ঐশ্বর্য্য জুটে যায়। ধর্ম্মশাস্ত্রে বলে, একটা চড়ুই পাখী কোথায় উড়ে পড়্‌ছে—তা তিনি দেখ্‌তে পান। মা, এগুলি কি কেবল কথার কথা—না অক্ষরে অক্ষরে সত্য প্রত্যক্ষ ঘটনা?

এই 'ঠিক ঠিক লোকের' সঙ্গে আলাপ পরিচয়ের চেষ্টা চুলোয় যাক্। হে আমার শিব, তুমিই আমার ভাল, তুমিই আমার মন্দ। প্রভো বাল্যকাল থেকেই আমি তোমার চরণে শরণ নিয়েছি, বিষুবরেখার নিকট প্রবল গ্রীষ্মপ্রধান দেশেই যাই, আর হিমানীমণ্ডিত মেরু প্রদেশেই থাকি, পর্ব্বতচূড়ায় হক বা সমুদ্রের অতল তলেই হক, তুমি আমার সঙ্গে সঙ্গেই থাক্‌বে। তুমিই আমার গতি, তুমিই আমার নিয়ন্তা, তুমিই আমার শরণ, তুমিই আমার সখা, আমার গুরু, আমার ঈশ্বর, আমার যথার্থ স্বরূপ। তুমি আমায় কখনই ত্যাগ কর্‌বে না—এটি আমি নিশ্চিত করে জানি। হে আমার ঈশ্বর, আমি কখনও কখনও একলা প্রবল বাধাবিঘ্নের সঙ্গে যুদ্ধ কর্‌তে করতে দুর্ব্বল হয়ে পড়ি, তখন মানুষের সাহায্য পাবার জন্য ব্যগ্র হই। আমায় চিরদিনের জন্য এই সব দুর্ব্বলতা থেকে মুক্ত করে দাও, যেন আমি তোমা ছাড়া কখনও আর কাহারও কাছে সাহায্য প্রার্থনা না করি। যদি কোন লোক, কোন ভাল লোকের উপর বিশ্বাস স্থাপন করে, সে কখনও তাকে ত্যাগ করে না বা তার প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করে না। তুমি প্রভু সকল ভালর সৃষ্টিকর্ত্তা—জন্মদাতা, তুমি কি আমায় ত্যাগ কর্‌বে?

তুমি ত জান, সারা জীবন আমি তোমার—কেবল তোমারই দাস। তুমি কি আমায় ত্যাগ কর্‌বে—যাতে অপরে আমায় ঠকিয়ে যাবে বা মন্দের দিকে টেনে নিয়ে যাবে ?

মা, আমি নিশ্চিত বল্‌তে পারি, তিনি আমায় কখনই ত্যাগ কর্‌বেন না।

আপনার চির আজ্ঞাবহ সন্তান—
বিবেকানন্দ

---

(৪)

নিউইয়র্ক
৫৪নং পশ্চিম, ৩৬ সংখ্যক রাস্তা
২৫শে এপ্রিল, ১৮৯৫

প্রিয় মিসেস্ বুল—

গত পরশ্ব দিবস মিস্ ফার্ম্মারের একখানি কৃপা-লিপি পেলাম—তার সঙ্গে বার্ব্বার হাউস বক্তৃতার জন্য একশত ডলারের একখানি চেকও এল। আগামী শনিবার তিনি নিউইয়র্কে আস্‌ছেন। অবশ্য আমি মিস্ ফার্ম্মারকে তাঁর বক্তৃতার বিজ্ঞাপনে আমার নাম দিতে মানা করব—আরও এক কথা, আমি বর্ত্তমানে

গ্রীনএকারে যেতে পারছি না। আমি সহস্রদ্বীপোদ্যানে (Thousand Island Park) যাবার বন্দোবস্ত করেছি—উহা যেখানেই হক। তথায় আমার জনৈকা ছাত্রী মিস্ ডাচারের এক কুটীর আছে—আমরা কয়েক জন তথায় নির্জ্জন বাস করে বিশ্রাম ও শান্তিতে কাটাব মনে করেছি। আমার ক্লাসে যাঁরা নিয়মিত আসেন, তাঁদের মধ্যে কয়েক জনকে যোগী তৈয়ারী করতে চাই, আর গ্রীনএকারের মত কর্ম্মের চাঞ্চল্যপূর্ণ হাট ইহার সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত। সেখানে আমি যাচ্ছি সেখানটায় সহজে যাওয়া যায় না বলে; যারা কেবল নিজেদের কৌতূহল পরিতৃপ্ত করতে চায়, তারা কেউ সেখানে যেতে সাহস করবে না।

জ্ঞানযোগের ক্লাসে যাঁরা আসতেন তাঁদের ১৩০ জনের নাম মিস্ হ্যাম্লিন টুকে রেখেছিলেন—এতে আমি খুব খুসী আছি। আরও ৫০ জন বুধবারের যোগ ক্লাসে আসতেন—আর সোমবারের ক্লাসেও আরও ৫০ জন। মিঃ ল্যাণ্ডস্বার্গ সব নামগুলি টুকেছিলেন—আর নাম টোকা থাক্ বা নাই থাক্ এঁরা সকলেই আসবেন। মিঃ ল্যাণ্ডস্বার্গ যদিও আমার সংশ্রব ছেড়ে দিয়েছেন, কিন্তু নামগুলি সব এখানে আমার কাছে ফেলে গেছেন। তারা সকলেই আসবে—আর তারা

যদি না আসে ত অপরে আস্‌বে। এইরূপেই চল্‌বে—প্রভু, তোমারি মহিমা !!

নাম টুকে রাখা এবং চারিদিকে বিজ্ঞাপন দেওয়া একটা মস্ত কাজ সন্দেহ নাই ; আর আমার জন্য এই কাজ করেছেন বলে মিঃ ল্যাণ্ডস্‌বার্গ ও মিস্‌ হ্যাম্‌লিনের প্রতি আমি বিশেষ কৃতজ্ঞ। কিন্তু আমি বেশ বুঝ্‌তে পেরেছি যে, অপরের উপর নির্ভর করা আমার নিজেরই আলস্য মাত্র, সুতরাং উহা অধর্ম্ম—আর আলস্য থেকে অনিষ্টই হয়ে থাকে। সুতরাং এখন থেকে ঐ সব কাজ আমিই করছি এবং পরেও নিজে নিজেই সব করব তাতে আর ভবিষ্যতে অপরের বা নিজেরও কোন উদ্বেগের কারণ থাক্‌বে না।

যাই হক, আমি মিস্‌ হ্যাম্‌লিনের 'ঠিক ঠিক লোকদের' মধ্যে যাকে হোক নিতে পার্‌লে ভারি সুখীই হব ; কিন্তু আমার দুরদৃষ্টক্রমে একজনও ত এখনও এল না। আচার্য্যের কর্ত্তব্য হচ্ছে অত্যন্ত 'অঠিক'-লোকদের ভিতর থেকে 'ঠিক ঠিক লোক' তৈয়ারী করে নেওয়া। মোদ্দা কথাটা হচ্ছে এই, মিস্‌ হ্যাম্‌লিন নামক সম্ভ্রান্ত যুবতী মহিলাটি আমাকে নিউইয়র্কের 'ঠিক ঠিক লোকগুলির' সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেবার আশা দিয়ে যেরূপ উৎসাহিত করেছেন এবং কার্য্যতঃ

আমায় যেরূপ সাহায্য করেছেন, তার জন্য যদিও আমি তাঁর কাছে বিশেষ কৃতজ্ঞ বটে কিন্তু আমি মনে করছি আমার যা অল্পস্বল্প কাজ আছে তা আমার নিজের হাতে করাই ভাল। এখনও অপরের সাহায্য নেবার সময় হয় নি—এখন কাজ অতি অল্প। আপনার যে উক্ত মিস্ হ্যাম্লিনের প্রতি অতি উচ্চ ধারণা, তাইতেই আমি বিশেষ খুসী। আপনি যে তাঁকে সাহায্য করবেন, ইহা জেনে অন্যে যা হোক আমি ত বিশেষ খুসী; কারণ, তাঁর সাহায্যের আবশ্যকতা আছে। কিন্তু মা, রামকৃষ্ণের কৃপায় একটা মানুষের মুখ দেখলেই আমি আপনা আপনি যেন স্বভাবসিদ্ধ সংস্কারবলে তার ভিতর কি আছে জান্তে পারি আর তা প্রায়ই ঠিক ঠিক হয়। আর ইহার ফলে এই দাঁড়াচ্ছে যে, আপনি আমার সব ব্যাপার নিয়ে যা খুসী করতে পারেন, আমি তাতে এতটুকু অসন্তোষ পর্য্যন্ত প্রকাশ করব না। আমি এমন কি মিস্ ফার্ম্মারের পরামর্শও খুব আনন্দের সহিতই নেব—তিনি যতই ভূত-প্রেতের কথাই বলুন না কেন। এ সব ভূত-প্রেতের অন্তরালে আমি একটি অগাধপ্রেমপূর্ণ হৃদয় দেখ্তে পাচ্ছি। কেবল উহার উপর একটা প্রশংসনীয় উচ্চাকাঙ্ক্ষার সূক্ষ্ম আবরণ রয়েছে—তাও কয়েক বৎসরে

২

নিশ্চিত নষ্ট হবে। এমন কি, ল্যাণ্ডস্‌বার্গও মাঝে মাঝে আমার ব্যাপারে হস্তক্ষেপ কর্‌বে তাতে কোন আপত্তি কর্‌ব না। কিন্তু ঐ পর্য্যন্তই। এঁদের ছাড়া অন্য কোন লোক আমার সাহায্য করতে এলে আমি বেজায় ভয় পাই—এই পর্য্যন্ত আমি বল্‌তে পারি। আপনি আমাকে যে সাহায্য করেছেন, শুধু তার দরুণ নয়—আমার স্বাভাবিক সংস্কার্‌বশতঃই (অথবা যাকে আমি আমার গুরুমহারাজের অনুপ্রাণন বলে থাকি) আপনাকে আমি আমার মায়ের মত দেখে থাকি। সুতরাং আপনি আমাকে যে কোন পরামর্শ দেবেন বা যে কোন আদেশ কর্‌বেন, তা আমি সর্ব্বদাই পালন কর্‌ব—কিন্তু ঐ পরামর্শ বা আদেশ সাক্ষাৎ আপনার কাছ থেকে পেলে তবেই উহা শুন্‌ব, নতুবা নয়। আপনি যদি আর কাকেও মাঝখানে খাড়া করেন, তাহলে আমি নিজে বিচার করে তবে তার কথা শুন্‌ব কি না শুন্‌ব স্থির কর্‌ব। এই কথা আর কি!

এই সঙ্গে আমি সেই ইংরাজের পত্রখানি পাঠালাম। আমি কেবল উহার অন্তর্গত হিন্দুস্থানী শব্দগুলি বোঝাবার জন্য ধারে ধারে গোটাকতক কথা লিখেছি।

আপনার চিরানুগত সন্তান

বিবেকানন্দ

পুঃ—মিস্ হ্যাম্‌লিন এখনও এসে পৌঁছেন নি। তিনি এলে আমি সংস্কৃত বইগুলি পাঠাব। তিনি কি আপনার নিকট মিঃ নাওরোজী কৃত ভারত সম্বন্ধে একখানি গ্রন্থ পাঠিয়েছেন? আপনি যদি আপনার ভাইকে বইখানি একবার আগাগোড়া দেখ্‌তে বলেন, তবে আমি খুব খুসী হব। গান্ধী এখন কোথায়?

বি—

---

(৫)

নং ৫৪ পশ্চিম, ৩৩ সংখ্যক রাস্তা
নিউইয়র্ক
বৃহস্পতিবার, মে, ১৮৯৫

প্রিয় মিসেস্ বুল—

আমি গতকল্য মিস্ থার্সবির নিকট ২৫ পাউণ্ড দিয়াছি। ক্লাসগুলি চল্‌ছে বটে, কিন্তু দুঃখের সহিত জানাচ্ছি, যদিও ক্লাসে বহু ছাত্রের সমাগম হয়, কিন্তু তারা যা দেয়, তাতে ঘর ভাড়াটাও সঙ্কুলান হয় না। এই সপ্তাহটা চেষ্টা করে দেখ্‌ব, তারপর ছেড়ে দেব।

আমি আগামী গ্রীষ্মকালে সহস্রদ্বীপোদ্যানে (Thousand Island Park) আমার ক্লাসের জনৈকা ছাত্রী মিস্ ডাচারের ওখানে যাচ্ছি। কারণ, ভারতবর্ষ

থেকে বেদান্তের বিভিন্ন ভাষ্য সমূহ আমার নিকট শীঘ্র আস্‌ছে। এই গ্রীষ্মকালে আমি বেদান্ত দর্শনের তিনটি বিভিন্ন সোপান সম্বন্ধে ইংরাজীতে একখানি গ্রন্থ লিখ্‌বো মনে কর্‌ছি; তারপর গ্রীনএকারে যেতে পারি।

মিস্‌ ফার্ম্মার আমার নিকট জান্‌তে চান এই গ্রীষ্মে গ্রীনএকারে কোন্ কোন্ বিষয়ে বক্তৃতা কর্‌বো, আর কোন্ সময়েই বা তথায় যাব। আমি এর উত্তরে কি লিখ্‌বো বুঝ্‌তে পার্‌ছি না। আশা করি, আপনি কৌশলে ঐ অনুরোধ কাটিয়ে দেবেন—এ বিষয়ে আপনার উপর সম্পূর্ণ নির্ভর কর্‌লাম।

আমি বেশ ভাল আছি—মুদ্রাঙ্কন-সমিতির (Press Association) জন্য 'অমরত্ব' (Immortality) বিষয়ে আমার প্রতিশ্রুত একটি প্রবন্ধ লিখ্‌তে বিশেষ ব্যস্ত আছি।

আপনার অনুগত
বিবেকানন্দ

---

(৬)

নিউইয়র্ক
৫৪ নং পশ্চিম, ৩৩ সংখ্যক রাস্তা
মে, ১৮৯৫

প্রিয়—

আমি এইমাত্র বাড়ী পৌঁছিলাম। এই অল্প ভ্রমণে আমার উপকার হয়েছে। সেখানকার পল্লী ও পাহাড়-গুলি আমার খুব ভাল লেগেছিল—বিশেষতঃ মিঃ লেগেটের নিউইয়র্ক প্রদেশের জমিদারীর গ্রাম্য বাড়ীটি। এল—বেচারী এই বাড়ী থেকে চলে গিয়েছেন। তিনি তাঁর ঠিকানা পর্য্যন্ত আমাকে জানিয়ে যান নাই।

তিনি যেখানেই যান, ভগবান্ তাঁর মঙ্গল করুন। আমি জীবনে যে দু-চার জন অকপট লোক দেখ্‌বার সৌভাগ্য লাভ করেছি, তিনি তাঁদেরই মধ্যে একজন।

যাহা কিছু ঘটে, সবই ভালর জন্য। সকল প্রকার মিলনের পরেই বিচ্ছেদ অবশ্যম্ভাবী। আশা করি আমি একাই সুন্দররূপে কাজ কর্‌তে পার্‌ব। মানুষের কাছ থেকে যত কম সাহায্য লওয়া যাবে, ভগবানের কাছ থেকে ততই বেশী সাহায্য পাওয়া যাবে। এইমাত্র আমি লণ্ডনস্থ জনৈক ইংরাজের একখানি পত্র পেলাম—তিনি আমার দুইজন গুরুভাইএর সঙ্গে কিছুদিন ভারত

বর্ষের হিমালয় প্রদেশে বাস করেছিলেন। তিনি আমায় লণ্ডনে যেতে বল্‌ছেন।

ইতি—

বিবেকানন্দ

---

(৭)

নিউইয়র্ক

৫৪ নং পশ্চিম, ৩৩ সংখ্যক রাস্তা

মে, ১৮৯৫

প্রিয়—

আপনাকে চিঠি লেখার পর, আমার ছাত্রেরা আমার খুব সাহায্য কর্‌ছে এবং এখন যে ক্লাসগুলো খুব ভাল ভাবে চল্‌বে, তাতে আর সন্দেহ নাই।

আমি ইহাতে খুব আহ্লাদিত হয়েছি। কারণ, খাওয়া দাওয়া বা শ্বাস প্রশ্বাসের ন্যায় শিক্ষাদান করাটা আমার জীবনের একটা অত্যাবশ্যকীয় ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে।

পুঃ—সম্বন্ধে "বর্ডারল্যাণ্ড" নামক ইংরাজী সংবাদ-পত্রে অনেক বিষয় পড়্‌লুম। তিনি হিন্দুদিগকে তাহাদের নিজেদের ধর্ম্মের গুণগ্রহণ কর্‌তে শিখিয়ে ভারতবর্ষে যথার্থই সৎকার্য্য কর্‌ছেন। * * আমি

উক্ত মহিলার লেখা পড়ে তার মধ্যে কোনরূপ পাণ্ডিত্যের পরিচয় পেলাম না, * * কিম্বা কোনরূপ আধ্যাত্মিক ভাবও পেলাম না। যাহা হউক, যে কেউ জগতের উপকার করতে চান ভগবান্ তাঁরই সহায় হউন।

এই জগৎ কত সহজেই না বুজরুকদের দ্বারা প্রতারিত হয়ে থাকে! আর সভ্যতার প্রথম উন্মেষের সময় থেকে বেচারা মানবজাতিকে ভালমানুষ পেয়ে তার উপর কত প্রবঞ্চনাই না চলেছে।

ইতি—
বিবেকানন্দ

(৮)

পার্সি, নিউহ্যাম্পসায়ার
৭ই জুন, ১৮৯৫

প্রিয়—

অবশেষে আমি মিঃ লেগেটের সঙ্গে এখানে এসে পৌঁছেছি। আমি জীবনে যে সকল সর্ব্বাপেক্ষা সুন্দর স্থান দেখেছি, এটা তাদের মধ্যে অন্যতম। কল্পনা করুন চতুর্দ্দিকে পর্ব্বতবেষ্টিত, প্রকাণ্ড বন দ্বারা আচ্ছাদিত একটি হ্রদ—আর সেখানে আমরা ছাড়া আর

কেউ নাই। কি মনোরম, কি নিস্তব্ধ, কি শান্তিপূর্ণ! সহরের কোলাহলের পর, আমি যে এখন কি আনন্দ পাচ্ছি, তা আপনি সহজেই অনুমান করতে পারেন।

এখানে এসে আমার আয়ু যেন আরও দশ বছর বেড়ে গেছে। আমি একলা বনের মধ্যে যাই, আমার গীতাখানি পাঠ করি এবং বেশ সুখেই আছি। দিন দশেকের মধ্যে এ স্থান ত্যাগ করে সহস্রদ্বীপোদ্যানে (Thousand Island Park) যাব। সেখানে আমি ঘণ্টার পর ঘণ্টা, দিনের পর দিন ভগবানের ধ্যান করব এবং একলা নির্জ্জনে থাকব। এই কল্পনাটাই মনকে উঁচু করে দেয়।

ইতি—

বিবেকানন্দ

---

(৯)

সহস্রদ্বীপোদ্যান

আগষ্ট, ১৯৯৫

প্রিয়—

মিঃ ষ্টার্ডির—যাঁর কথা সেদিন আপনাকে লিখেছি—তাঁর কাছ থেকে আর একখানা পত্র পেলাম। এখানি আপনাকে পাঠিয়ে দিচ্ছি। দেখুন, সমস্ত

কেমন আগে থেকে তৈরী হয়ে আস্‌চে! এখানি ও মিঃ লেগেটের নিমন্ত্রণপত্র একসঙ্গে দেখ্‌লে, আপনার কি ইহাকে দৈব আহ্বান বলে মনে হয় না?

আমি ঐরূপ মনে করি; সুতরাং ঐ আহ্বানের অনুসরণ করছি। আগষ্টের শেষাশেষি মিঃ লেগেটের সঙ্গে আমি প্যারিস্‌ যাব এবং সেখান থেকে লণ্ডন। * * * হে-পরিবারের সঙ্গে দেখা কর্‌বার জন্য আমাকে চিকাগো যেতে হবে। সুতরাং গ্রীনএকার-সম্মিলনীতে যোগ দিতে পার্‌লাম না।

আমার গুরুভাইদেরও আমার কাজের জন্য আপনি যতটুকু সাহায্য করতে পারেন, কেবল সেইটুকু সাহায্যই আমি এখন চাই। আমি আমার স্বদেশবাসীর প্রতি কর্ত্তব্য কতকটা করিছি। এক্ষণে জগতের জন্য—যার কাছ থেকে এই দেহ পেয়েছি, দেশের জন্য—যাহা আমাকে ভাব দিয়েছে, মনুষ্যজাতির জন্য—যাদের মধ্যে আমি নিজেকে একজন বল্‌তে পারি—কিছু কর্‌ব। যতই বয়স বাড়্‌ছে, ততই দেখ্‌তে পাচ্ছি, হিন্দুদের বিভিন্ন মতবাদের তাৎপর্য্য আলোচনা কর্‌লে বুঝা যায় যে তাঁদের মতে মনুষ্যই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ প্রাণী। মুসলমানগণও তাহাই বলেন। আল্লা এঞ্জেলগণকে (Angel) আদমকে প্রণাম করতে বলেছিলেন। ইব্‌লিস্‌ করে

নাই, তজ্জন্য সে সয়তান (Satan) হইল। এই পৃথিবী যাবতীয় স্বর্গাপেক্ষা উচ্চ—ইহাই জগতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বিদ্যালয়। আর মঙ্গল ও বৃহস্পতি গ্রহের লোকেরা নিশ্চয়ই আমাদের অপেক্ষা নিম্নশ্রেণীর—কারণ, তাহারা আমাদের সঙ্গে সংবাদ আদান প্রদান কর্‌তে পারে না। তথাকথিত উচ্চপ্রাণিগণ অর্থাৎ মৃতগণ অপর একটি সূক্ষ্মদেহধারী মনুষ্য ব্যতীত আর কিছুই নহে এবং তাহাও হস্তপদাদিবিশিষ্ট মনুষ্যদেহ। তাহারা এই পৃথিবীতে অপর কোন আকাশে বাস করে এবং একেবারে অদৃশ্যও নহে। তাহারাও চিন্তা করে এবং আমাদের ন্যায় তাহাদেরও জ্ঞান ও অন্যান্য সমস্তই আছে—সুতরাং তাহারাও মানুষ। দেবগণ, এঞ্জেলগণও তাহাই। কিন্তু কেবল মানুষই ঈশ্বর হয় এবং অন্যান্য সকলে পুনরায় মানবজন্ম গ্রহণ করিয়া তবে ঈশ্বরত্ব লাভ করিতে পারে। ম্যাক্সমূলারের শেষ প্রবন্ধটি আপনার কেমন লাগিল?

ইতি—

বিবেকানন্দ

(১০)

ই, টি, ষ্টার্ডির বাটী
হাইভিউ, ক্যাভার্স্যাম
রিডিং, ইংলণ্ড
১৭ই সেপ্টেম্বর, ১৮৯৫

প্রিয়—

মিঃ ষ্টার্ডি এবং আমি ইংলণ্ডে সমিতি গঠন করিবার জন্য অন্ততঃ দুচারজন দৃঢ়চেতা ও মেধাবী লোক চাই এবং সেইজন্য আমাদিগকে ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতে হইবে। আমাদিগকে প্রথম হইতে সতর্ক হইতে হইবে—যাহাতে কতকগুলি "খেয়ালী" লোকের পাল্লায় না পড়ি। আপনি বোধ হয় জানেন, আমেরিকাতেও আমার উদ্দেশ্য এইরূপ ছিল। মিঃ ষ্টার্ডি কিছুদিন ভারতবর্ষে আমাদের সহিত সন্ন্যাসি-সম্প্রদায়ের রীতি নীতি মানিয়া বাস করিয়াছিলেন। তিনি একজন শিক্ষিত, সংস্কৃত ভাষায় অভিজ্ঞ এবং অতীব উদ্যমশীল লোক। এ পর্য্যন্ত উত্তম।

পবিত্রতা, অধ্যবসায় এবং উদ্যম এই তিনটি গুণ আমি একসঙ্গে চাই। যদি এইরূপ ছয় জন লোক

এখানে পাই, আমার কাজ চলিবে। এইরূপ দুই চার জন লোক পাবার সম্ভাবনাও আছে। ইতি—

বিবেকানন্দ

---

(১১)

রিডিং

২৪শে সেপ্টেম্বর, ১৮৯৫

প্রিয়—

মিঃ ষ্টার্ডিকে সংস্কৃত শিখ্‌তে সাহায্য করা ছাড়া এ পর্য্যন্ত আমি উল্লেখযোগ্য কোন কাজই করি নাই। তিনি ভারতবর্ষ থেকে আমার গুরুভ্রাতাদের মধ্যে একজন সন্ন্যাসীকে এখানে আন্‌তে চান। যখন আমি আমেরিকায় চলে যাব, তখন তাঁহাকে সাহায্য কর্‌বার নিমিত্ত, একজনের জন্য ভারতবর্ষে লিখেছি। এ পর্য্যন্ত সব ভাল ভাবেই চল্‌ছে। এখন পরবর্ত্তী চালের জন্য অপেক্ষা কর্‌ছি। "পেলেও ছেড়ো না, পাবার জন্য ব্যস্তও হয়ো না—ভগবান্ স্বেচ্ছায় যাহা পাঠান, তার জন্য অপেক্ষা কর"—ইহাই আমার মূলমন্ত্র। আমি খুব কম চিঠি লিখি বটে, কিন্তু আমার হৃদয় কৃতজ্ঞতায় পূর্ণ।

ইতি—

বিবেকানন্দ

(১২)

রিডিং

৬ই অক্টোবর

প্রিয়—

আমি মিঃ ষ্টাডির সহিত ভক্তি সম্বন্ধে একখানি পুস্তকের অনুবাদ করিতেছি, প্রচুর টীকা সমেত উহা শীঘ্রই প্রকাশিত হইবে। এই মাসে আমাকে লণ্ডনে দুইটি এবং মেড্‌নহেডে একটি বক্তৃতা দিতে হইবে। ইহাতে কতকগুলি ক্লাস খোল্‌বার ও পারিবারিক বক্তৃতার বন্দোবস্ত হবার সুবিধা হইবে। আমরা কতকগুলো হৈ চৈ না করে চুপচাপ করে কাজ করিতে চাই।

ইতি—

বিবেকানন্দ

---

(১৩)

নিউইয়র্ক

২২৮ পশ্চিম, ৩৯ সংখ্যক রাস্তা

৮ই ডিসেম্বর, ১৮৯৫

প্রিয়—

দশ দিন কষ্টকর সমুদ্রযাত্রার পর আমি গত শুক্রবার এখানে পৌঁছিয়াছি। সমুদ্র ভয়ানক বিক্ষুব্ধ

ছিল এবং জীবনে এই সর্ব্বপ্রথম আমি ‘সমুদ্রপীড়ায়’ অতিশয় কষ্ট পাইয়াছিলাম। ইংলণ্ডে আমি জনকয়েক বিশিষ্ট বন্ধু করিয়া আসিয়াছি। আগামী গ্রীষ্মে আমি পুনরায় তথায় যাইব—এই আশায় তাঁহারা আমার এই অনুপস্থিতি কালে তথায় কার্য্য করিবেন। এখানে আমি কি প্রণালীতে কার্য্য করিব তাহা এখনও স্থির করি নাই। ইতিমধ্যে একবার ডিট্রয়েট ও চিকাগো ঘুরিয়া আসিবার ইচ্ছা আছে—তার পর নিউইয়র্কে ফিরিব। সাধারণের কাছে প্রকাশ্যভাবে বক্তৃতা দেওয়াটা আমি একেবারে ছাড়িয়া দিব স্থির করিয়াছি; কারণ আমি দেখিতেছি আমার পক্ষে সর্ব্বোৎকৃষ্ট কার্য্য হইতেছে—প্রকাশ্য বক্তৃতায় কিংবা আপনা আপনি ক্লাসে—একদম টাকাকড়ির সংশ্রব না রাখা। পরিণামে ইহাতে কার্য্যের ক্ষতি হইবে এবং ইহাতে অসৎ দৃষ্টান্ত দেখান হইবে।

ইংলণ্ডে আমি ঐ মতে কার্য্য করিয়াছি, এবং লোকেরা স্বেচ্ছায় যে টাকাকড়ি দিতে আসিয়াছিল, তাহাও ফেরৎ দিয়াছি। বড় বড় হলে বক্তৃতা দিবার অধিকাংশ খরচ মিঃ ষ্টার্ডি বহন করিতেন এবং অবশিষ্টাংশ আমি করিতাম। ইহাতে বেশ কাজ চলিয়াছিল। যদি লোকে আমাকে চায়, তবে তাহারাই বক্তৃতার

সমস্ত বন্দোবস্ত করিবে। এই সমস্ত লইয়া আমার মাথা ঘামাইবার দরকার নাই। যদি তুমি—র ও—র সঙ্গে পরামর্শ করিয়া মনে কর যে, আমার চিকাগো আসিয়া ধারাবাহিক কতকগুলি বক্তৃতা দেওয়া সম্ভবপর হইবে, তবে আমাকে লিখিও; অবশ্য টাকাকড়ির ব্যাপার একদম বাদ দিতে হইবে।

আমি বিভিন্ন স্থানে স্ব স্ব স্বাধীন' কেন্দ্রের পক্ষপাতী। তাহাদিগকে নিজেদের কাজ নিজেদের করিতে দাও—তাহারা যাহা খুসি করুক। আমার নিজের সম্বন্ধে আমার এইটুকু বক্তব্য যে, আমি নিজেকে কোন সংঘের ভিতর জড়াইতে চাই না।

ইতি—

বিবেকানন্দ

---

(১৪)

নিউইয়র্ক

২২৮ পশ্চিম, ৩৯ সংখ্যক রাস্তা

১০ই ডিসেম্বর, ১৮৯৫

* * আমি সেক্রেটারীর পত্র পাইয়াছি এবং তাহার অনুরোধ মত হার্ভার্ড দার্শনিক ক্লাবে আনন্দের সহিত বক্তৃতা দিব। তবে অসুবিধা এই যে, আমি এখন

আগ্রহের সহিত লিখিতে আরম্ভ করিয়াছি এবং কতকগুলি পাঠ্যপুস্তক লিখিয়া ফেলিতে চাই। এইগুলি, আমি চলিয়া গেলে, আমার কার্য্যের ভিত্তিস্বরূপ হইবে। ইহার পূর্ব্বে আমাকে চারখানি ছোট ছোট বই তাড়াতাড়ি করিয়া শেষ করিতে হইবে।

এই মাসে চারিটি রবিবাসরীয় বক্তৃতার জন্য বিজ্ঞাপন বাহির করা হইয়াছে। ডাক্তার জেন্‌স্‌ প্রভৃতি ফেব্রুয়ারির প্রথম সপ্তাহে ব্রুক্‌লিনে একটি বক্তৃতার বন্দোবস্ত করিতেছেন।

ইতি—

বিবেকানন্দ

---

(১৫)

নিউইয়র্ক

২৯শে ডিসেম্বর, ১৮৯৫

প্রিয় ভগিনি,

এ জগতে—যেখানে কিছুই একেবারে নষ্ট হয় না, যেখানে আমরা জীবন নামধেয় মৃত্যুর মধ্যে বাস করি—প্রত্যেক চিন্তা, তাহা প্রকাশ্যেই করা হউক অথবা অপ্রকাশ্যেই করা হউক, সদর রাস্তার ভিড়ের মধ্যেই হউক অথবা প্রাচীনকালের নিবিড় নিভৃত অরণ্য মধ্যেই

বিদ্যমান থাকে। তাহারা ক্রমাগত শরীর পরিগ্রহ করিবার চেষ্টা করিতেছে, এবং যতদিন না করিতেছে, ততদিন অভিব্যক্ত হইবার জন্য চেষ্টা করিবেই এবং উহাদিগকে যতই চাপিবার চেষ্টা করা হউক না কেন, উহারা কিছুতেই নষ্ট হইবে না। কিছুরই বিনাশ নাই—যে সকল চিন্তা অতীতে অনিষ্ট-সাধন করিয়াছিল, তাহারাও শরীরপরিগ্রহের চেষ্টা করিতেছে, তাহারাও পুনঃ পুনঃ প্রকাশের দ্বারা শুদ্ধ হইয়া অবশেষে সম্পূর্ণ সৎ চিন্তায় পরিণত হইবার চেষ্টা করিতেছে।

এইরূপে কতকগুলি ভাবরাশি বর্ত্তমান কালে আত্মপ্রকাশ করিবার চেষ্টা করিতেছে! এই অভিনব ভাবরাশি আমাদিগকে কোন বস্তু স্বরূপতঃ ভাল বা মন্দ এবম্বিধ দ্বৈতাত্মক স্বপ্ন এবং ততোধিক অস্বাভাবিক সর্ব্বপ্রবৃত্তির উচ্ছেদের অসম্ভব আশাকে পরিহার করিতে বলিতেছে। উহা শিখাইতেছে যে, জগতের উন্নতির নিয়ম প্রবৃত্তির উচ্ছেদ নহে, উচ্চতর দিকে উহার মোড় ফিরাইয়া দেওয়া। উহা আরও শিক্ষা দিতেছে যে, এই জগতে ভাল মন্দ বলিয়া দুইটি সম্পূর্ণ পৃথক্ বিভাগ করিবার কিছুমাত্র আবশ্যকতা নাই—যাহাকে লোকে মন্দ বলে, তাহাও বাস্তবিক পক্ষে ভাল—তবে তার চেয়ে ভাল, তার চেয়ে ভাল, এইরূপ আছে। উহা কাহাকেও বাদ

দেওয়া দূরে থাকুক, যতক্ষণ পর্য্যন্ত না সকল বস্তু ও সকল ব্যক্তিকেই নিজ অঙ্কে গ্রহণ করিতে পারে, ততক্ষণ পর্য্যন্ত তৃপ্ত হয় না। উহা শিক্ষা দেয় যে, যতই মন্দ হউক না, কোন অবস্থাতেই একেবারে হাল ছাড়িয়া দিবার কোন কারণ নাই। সুতরাং উহা, কাহারও মনোবৃত্তি যতই অপরিণত হউক অথবা নীতি ও ধর্ম্ম সম্বন্ধে তাহার যতই বিসদৃশ ধারণা থাকুক না কেন কাহাকেও বাদ দিতে চায় না—তাহার বর্ত্তমান অবস্থাতেই তাহাকে আদরপূর্ব্বক গ্রহণ করে, মন্দ বলিয়া তাহার উপর দোষারোপ না করিয়া বলে যে, এ পর্য্যন্ত তুমি যাহা করিয়াছ ভালই করিয়াছ, এখন আরও ভাল করিবার সময় আসিয়াছে। প্রাচীনকালে যাহাকে মন্দের পরিবর্জ্জনরূপে কল্পনা করা হইত, এই নব শিক্ষানুসারে তাহা প্রকৃতপক্ষে মন্দের রূপান্তরপরিগ্রহ মাত্র—ভাল হইতে আরও ভাল করিবার চেষ্টা। সর্ব্বোপরি ইহা এই শিক্ষা দেয় যে, স্বর্গরাজ্য পূর্ব্ব হইতেই বিদ্যমান—তুমি ইচ্ছা করিলেই উহা লাভ করিতে পার; মানুষ পূর্ব্ব হইতেই পূর্ণ—সে ইচ্ছা করিলেই উহা জানিতে পারে।

বিগত গ্রীষ্ম ঋতুতে গ্রীনএকারে যে সকল সভার অধিবেশন হয়, সেগুলিতে উক্ত সম্মেলনের উদ্দেশ্য অদ্ভুত সাফল্য লাভ করিয়াছিল। তাহার একমাত্র

কারণ, আপনি পূর্ব্বোক্ত ভাবপ্রকাশের উপযুক্ত যন্ত্র-স্বরূপ হইয়া উহার অবাধপ্রবেশের জন্য আপনাকে সম্পূর্ণ উন্মুক্ত রাখিয়াছিলেন এবং স্বর্গরাজ্য পূর্ব্ব হইতেই বিদ্যমান—নব চিন্তাপ্রণালীর এই সর্ব্বোচ্চ শিক্ষারূপ ভিত্তির উপর দণ্ডায়মান হইয়াছিলেন।

আপনি এই ভাব জীবনে পরিণত করিয়া দৃষ্টান্ত স্বরূপে দেখাইবার উপযুক্ত আধাররূপে প্রভু কর্ত্তৃক মনোনীত ও আদিষ্ট হইয়াছেন এবং যিনি আপনাকে এই অদ্ভুত কার্য্যে সহায়তা করিবেন, তিনি প্রভুরই সেবা করিবেন।

শাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণের উক্তিতে আছে—

'মদ্ভক্তানাঞ্চ যে ভক্তাস্তে মে ভক্ততমা মতাঃ।'

অর্থাৎ যাহারা আমার ভক্তগণের ভক্ত, তাহারাই আমার শ্রেষ্ঠ ভক্ত। আপনি প্রভুর সেবিকা সুতরাং আমি যেখানেই থাকি না কেন, ভগবৎপ্রেরণায় আপনি যে মহোচ্চ ব্রতে দীক্ষিতা হইয়াছেন তাহার উদ্‌যাপনে যে কোন প্রকারে সহায়তা করিতে পারি, শ্রীকৃষ্ণের দাসানুদাস আমি তৎসাধনে আপনাকে কৃতার্থজ্ঞান করিব ও তাহা সাক্ষাৎ প্রভুরই সেবা বলিয়া মনে করিব।

আপনার চিরস্নেহাবদ্ধ ভ্রাতা

বিবেকানন্দ

(১৬)

নিউইয়র্ক
১২৪ পূর্ব্ব, ৪৪ সংখ্যক রাস্তা
১৪ই এপ্রিল, ১৮৯৬

প্রিয়—

এই ভদ্রলোকটি বোম্বাই হইতে একখানি চিঠি লইয়া এখানে আমার কাছে আসিয়াছেন। তিনি হাতে হেতেড়ে শিল্পকার্য্য করিতে দক্ষ (Practical Mechanic), এবং তাঁহার একমাত্র খেয়াল এই যে, তিনি এদেশের ছুরি, কাঁচি ও অন্যান্য লৌহনির্ম্মিত দ্রব্য সকলের কারখানা দেখিয়া বেড়ান। * * * আমি তাঁহার সম্বন্ধে কিছুই জানি না, কিন্তু তিনি যদি মন্দ লোকও হন, তাহা হইলেও আমার স্বদেশবাসীদের ভিতর এইরূপ বে-পরোয়া সাহসের ভাব দেখিলে উহাতে উৎসাহ দিতেই ইচ্ছা করি। তাঁহার পথখরচের জন্য আবশ্যকীয় টাকা আছে।

এক্ষণে যদি আপনি সতর্কতার সহিত লোকটা কতদূর সাঁচ্চা এ সম্বন্ধে পরীক্ষা করিয়া সন্তুষ্ট হন, তাহা হইলে আমার বক্তব্য এই যে, এ ব্যক্তি ঐ কারখানাগুলি দেখিবার একটা সুযোগ চায় মাত্র। আশা করি,

তাঁহার মধ্যে কোন ভেজাল নাই, আর আপনি তাঁহাকে এ বিষয়ে সাহায্য করিতে পারিবেন।

ভবদীয়—

বিবেকানন্দ

(১৭)

৬৩ সেণ্ট জর্জ্জেস্ রোড

লণ্ডন

৩০শে মে, ১৮৯৬

প্রিয়—

গত পরশু অধ্যাপক ম্যাক্সমূলারের সহিত আমার বেশ দেখা শুনা হইয়া গেল। তিনি একজন ঋষিকল্প লোক; তাঁহার বয়স ৭০ বৎসর হইলেও তাঁহাকে যুবা দেখায়; এমন কি তাঁহার মুখে একটিও চিন্তার রেখা নাই। হায়! ভারতবর্ষ ও বেদান্তের প্রতি তাঁহার যেরূপ ভালবাসা তাহার অর্দ্ধেক যদি আমার থাকিত! তাহার উপর তিনি যোগশাস্ত্রের প্রতিও অনুকূল ভাব পোষণ করেন এবং উহাতে বিশ্বাস করেন। তবে বুজরুকদের তিনি একদম দেখিতে পারেন না।

সর্ব্বোপরি রামকৃষ্ণ পরমহংসের উপর তাঁহার ভক্তি অগাধ এবং তিনি 'নাইটিন্থ্ সেঞ্চুরিতে' তাঁহার সম্বন্ধে

একটি প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি তাঁহাকে জগতের সমক্ষে প্রচার করিবার জন্য কি করিতেছেন?"

রামকৃষ্ণ তাঁহাকে অনেক বৎসর ধরিয়া মুগ্ধ করিয়াছেন। ইহা কি একটা সুসংবাদ নয়?

এখানে কাজকর্ম্ম ধীরে ধীরে কিন্তু দৃঢ়ভাবে অগ্রসর হইতেছে। আগামী রবিবার হইতে আমার সাধারণ বক্তৃতা আরম্ভ হইবে ঠিক হইয়াছে।

ইতি—

বিবেকানন্দ

---

(১৮)

৬০নং সেণ্ট জর্জ্জেস্ রোড, লণ্ডন

মে, ১৮৯৬

প্রিয় ভগিনি,

আবার লণ্ডন। এখন ইংলণ্ডের আবহাওয়া বেশ চমৎকার ও ঠাণ্ডা; ঘরে আগুন রাখ্‌তে হয়। আমাদের ব্যবহারের জন্য এবার একটা গোটা বাড়ী পাওয়া গেছে। বাড়ীটি ছোট হলেও বেশ সুবিধাজনক। লণ্ডনে বাড়ীভাড়া আমেরিকার মত তত বেশী নয়, তা বোধ হয় তুমি জান। এই তোমার মার কথাই

ভাব্‌ছিলাম। এই মাত্র তাঁকে একখানা পত্র লেখা শেষ করেছি। উহা মনরো এণ্ড কোংএর কেয়ারে ৭নং সেরিবা রোড, প্যারিস, এই ঠিকানায় পাঠাব। এখানে জন কয়েক পুরাণ বন্ধুও আছেন। মিস্ এম—সম্প্রতি ইউরোপের নানাদেশ ভ্রমণ করে লণ্ডনে প্রত্যাগমন করেছেন। তাঁহার স্বভাবটি সোনার ন্যায় খাঁটি এবং তাঁহার স্নেহপ্রবণ হৃদয়টির কোন পরিবর্ত্তন হয় নাই। আমরা এই বাড়ীতে বেশ ছোট খাট একটি পরিবার হয়েছি। ভারতবর্ষ হতে একজন সন্ন্যাসী এসেছেন। 'বেচারা হিন্দু' বল্‌তে যা বোঝায় তা এঁকে দেখ্‌লেই বেশ বুঝ্‌তে পার্‌বে। সর্ব্বদাই যেন ধ্যানস্থ রয়েছেন; অতি নম্র এবং মধুর স্বভাব। আমার যেমন একটা অদম্য সাহস এবং ঘোর কর্ম্মতৎপরতা আছে, তাঁতে তার কিছুই নাই। এখানে ত ওরকম চল্‌বে না। আমি তাঁর ভিতর একটু কর্ম্মশীলতা প্রবেশ করিয়ে দেবার চেষ্টা করব। এখনই দুটি করিয়া ক্লাসের অধিবেশন হচ্ছে, চার পাঁচ মাস ঐরূপ চল্‌বে—তার পর ভারতে যাচ্ছি। কিন্তু আমেরিকাতেই আমার হৃদয় পড়ে আছে—আমি ইয়াঙ্কি দেশ ভালবাসি। আমি চাই নূতন ভাব, নূতন উদ্দীপনা। আমি পুরাতন ধ্বংসাবশেষের চারিদিকে অলসভাবে ঘুরে বেড়িয়ে,

সারাজীবন প্রাচীন ইতিহাসসমূহ নিয়ে হা-হুতাশ করে আর প্রাচীনকালের লোকদের কথা ভেবে ভেবে দীর্ঘ-নিশ্বাস ফেল্‌তে রাজি নই। আমার রক্তের এখনও যা জোর আছে তাতে ঐরূপ কর্‌বার দরকার নেই। আমেরিকায় নূতন নূতন ভাবপ্রকাশের সুযোগ আছে, আর তথাকার লোকগুলিও ঐ সকল ভাব সহজে গ্রহণ করতে পারে। আমি আমূল পরিবর্ত্তনের ঘোরতর পক্ষপাতী হয়ে পড়েছি। আমি শীঘ্রই ভারতবর্ষে ফির্‌ব, পরিবর্ত্তনবিরোধী থস্‌থসে মাছের ন্যায় অস্থিমজ্জাহীন জড়প্রায় বিরাট্ দেশটার কিছু কর্‌তে পারি কি না, দেখ্‌তে। তারপর প্রাচীন সংস্কারগুলোকে ছুড়ে ফেলে দিয়ে নূতন করে আরম্ভ কর্‌ব—একেবারে সম্পূর্ণ নূতন, সরল অথচ সবল—সদ্যোজাত শিশুর ন্যায় নবীন ও সতেজ। প্রাচীন যা কিছু দূর করে ফেলে দাও—নূতন করে আরম্ভ কর। যিনি সনাতন, অসীম, সর্ব্বব্যাপী এবং সর্ব্বজ্ঞ তিনি কোন ব্যক্তিবিশেষ নহেন—তত্ত্বমাত্র। তুমি, আমি সকলেই সেই তত্ত্বের বাহ্য প্রতিরূপ মাত্র। এই অনন্ত তত্ত্বের যত বেশী কোন ব্যক্তির ভিতর প্রকাশিত হয়েছে, তিনি তত মহৎ; শেষে সকলকেই উহার পূর্ণ প্রতিমূর্ত্তি হতে হবে; এইরূপে এখন যদিও সকলেই স্বরূপতঃ এক, তথাপি তখনই প্রকৃতপক্ষে এক

হয়ে যাবে। ধর্ম্ম ইহা ছাড়া অপর কিছুই নহে। এই একত্বানুভব বা প্রেমই উহার সাধন। সেকেলে নির্জীব অনুষ্ঠান এবং ঈশ্বর সম্বন্ধীয় ধারণাসকল প্রাচীন কুসংস্কার মাত্র। বর্ত্তমানেও সেগুলিকে বাঁচিয়ে রাখ্‌বার চেষ্টা করা কেন? পার্শ্বেই যখন জীবন এবং সত্যের নদী বয়ে যাচ্ছে, তখন আর তৃষ্ণার্ত্ত লোকগুলোকে নর্দ্দমার পচা জল খাওয়ান কেন? ইহা মনুষ্যসুলভ স্বার্থপরতা ব্যতীত অপর কিছুই নয়। পুরাতন সংস্কার-গুলোকে সমর্থন কর্‌তে কর্‌তে আমি বিরক্ত হয়ে পড়িছি। আমি এখন স্পষ্ট দেখ্‌তে পাচ্ছি যে, পূতিগন্ধ-ময় ও গতায়ু ভাবারাশির সমর্থন কর্‌তে গিয়ে আজ পর্য্যন্ত আমার অনেক শক্তি বৃথা ক্ষয় হয়েছে। জীবন ক্ষণস্থায়ী, সময়ও ক্ষিপ্রগতিতে চলে যাচ্ছে। যে দেশে লোকের ভাবরাশি সহজে কার্য্যে পরিণত হতে পারে সেইস্থানে এবং সেই সকল লোকের সঙ্গে প্রত্যেকের থাকা উচিত। হায়! যদি দ্বাদশ জন মাত্র সাহসী, উদার, মহৎ ও অকপটহৃদয় লোক পেতুম!

আমি নিজে বেশ আছি এবং জীবনটাকে খুব সম্ভোগ কর্‌ছি। ইতি—

তোমাদের
বিবেকানন্দ

(১৯)

৩৬নং সেণ্ট জর্জ্জেস্ রোড
লণ্ডন, দক্ষিণ-পশ্চিম
৫ই জুন, ১৮৯৬

প্রিয়—

রাজযোগ বইখানার খুব কাট্‌তি হচ্চে। সারদানন্দ শীঘ্রই যুক্তরাজ্যে যাবে।

আমার পিতা যদিও উকিল ছিলেন তথাপি আমি ইচ্ছা করি না যে আমার বংশের কেউ উকিল হয়। আমার গুরুদেব ইহার বিরুদ্ধে ছিলেন এবং আমার বিশ্বাস, যে পরিবারে কতকগুলো উকিল আছে সে পরিবার নিশ্চয়ই একটা গোলযোগে পড়্‌বে। আমাদের দেশ উকিলে ছেয়ে গেছে—প্রতিবৎসর বিশ্ববিদ্যালয় থেকে হাজার হাজার উকিল বার হচ্ছে। আমাদের জাতের পক্ষে এখন আবশ্যক কর্ম্মতৎপরতা ও বৈজ্ঞানিক তত্ত্বাবিষ্কারোপযোগী প্রতিভা। সুতরাং আমার ইচ্ছা ম—তড়িত্তত্ত্ববিৎ হয়। সিদ্ধিলাভ কর্‌তে না পার্‌লেও সে যে বড় হবার এবং দেশের যথার্থ উপকারে লাগ্‌বার চেষ্টা করেছিল—এইটুকু ভেবেই আমি সন্তোষ লাভ কর্‌ব। আমেরিকার বাতাসের এমনি গুণ যে সেখানকার প্রত্যেকের ভেতর যা কিছু ভাল সমস্তই ফুটে ওটে—

এমনটি আর কোথাও দেখিনি। আমি চাই সে অকুতোভয় ও সাহসী হউক এবং তার নিজের জন্য ও স্বজাতির জন্য একটা নূতন পথ বার করতে যথাসাধ্য চেষ্টা করুক। একজন তড়িত্তত্ত্ববিৎ ইঞ্জিনিয়ার ভারতে অনায়াসে করে খেতে পারে।

পুঃ—গুড্উইন্ আমেরিকায় একখানি মাসিকপত্র বার করা সম্বন্ধে তোমাকে এই ডাকে একখানা পত্র লিখ্ছে। আমার মনে হয়, কাজটি বজায় রাখ্তে হলে এই রকমের একটা কিছু দরকার। আর, আমি অবশ্য সে যে ভাবে কাজ করবার উপায় নির্দ্দেশ কর্বে, সেই ভাবে ঐ বিষয়ে সাহায্য কর্বার যথাসাধ্য চেষ্টা কর্ব। আমার বোধ হয়, সে খুব সম্ভব সারদানন্দের সঙ্গে যাবে।

তোমাদের প্রেমবদ্ধ

বিবেকানন্দ

---

(২০)

৬৩, সেণ্ট জর্জ্জেস রোড

লণ্ডন, ৮ই জুলাই, ১৮৯৬

প্রিয়—

ইংরাজ জাতটা খুব উদার। সেদিন মিনিট তিনেকের মধ্যেই আমার ক্লাস থেকে আগামী শরৎকালের

কাজের নূতন বাড়ীর জন্য ১৫০ পাউণ্ড (২২৫০৲ টাকা) চাঁদা উঠেছে। এমন কি, চাইলে তারা তদ্দণ্ডেই ৫০০ পাউণ্ড দিত। কিন্তু আমরা ধীরে ধীরে কাজ কর্‌তে চাই—হঠাৎ কতকগুলো খরচপত্র কর্‌তে চাই না। এখানে এই কাজটা চালাতে অনেক লোক মিল্‌বে, তারা ত্যাগের ভাব কতকটা বোঝে—আর ইংরাজচরিত্রের বিশেষত্ব এই যে, যে ভাবটা তাদের মাথার ভেতর ঢোকে সেটা কিছুতেই ছাড়্‌তে চায় না।

ইতি—

বিবেকানন্দ

---

(২১)

স্যান্স গ্রাণ্ড
সুইজারল্যাণ্ড
২৫শে জুলাই, ১৮৯৬

প্রিয়—

আমি জগৎটা একেবারে ভুলে যেতে চাই, অন্ততঃ আস্‌চে দুমাসের জন্য, এবং কঠোর সাধনা কর্‌তে চাই। উহাই আমার বিশ্রাম। পাহাড় এবং বরফ দেখ্‌লে আমার মনে এক অপূর্ব্ব শান্তিময় ভাব আসে।

এখানে আমার যেমন সুনিদ্রা হচ্ছে এমন অনেক দিন হয় নাই।

বন্ধুবর্গকে আমার ভালবাসা জানাবে।

তোমাদের

বিবেকানন্দ

(২২)

লুজার্ণ, সুইজারল্যাণ্ড

২৩শে আগষ্ট, ১৮৯৬

প্রিয়—

সারদানন্দ ও গুড্‌উইন্‌ যুক্তরাজ্যে প্রচারকার্য্য সুন্দর রূপে কর্‌ছে শুনে খুব খুসী হলুম। * * আমি ভারতবর্ষ থেকে আর একজন লোক চেয়ে পাঠিয়েছি, তিনি আগামী মাসে আমার সঙ্গে যোগদান কর্‌বেন। আমি কাজ আরম্ভ করে দিয়েছি, এখন অপরে এটা চালাক। দেখ্‌তেই ত পাচ্ছ, কাজটা চালিয়ে দেবার জন্য কিছু দিন টাকাকড়ি ও বিষয় সম্পত্তির সম্পর্কে এসে আমায় মলিন হতে হয়েছে। এখন আমার স্থির বিশ্বাস যে, আমার কর্ত্তব্য শেষ হয়েছে, এখন আমার আর বেদান্ত বা জগতের অন্য কোন দর্শন, এমন কি, কাজটার উপরে পর্য্যন্ত কোন টান নেই। আমি চলে যাবার জন্য

তৈরী হচ্চি—আর এই জগতে, এই নরকে, ফিরে আস্‌চি না।

এমন কি, এই কাজের আধ্যাত্মিক উপকারের দিক্ দিয়ে দেখেও আমার উহার উপর বিন্দুমাত্র রুচি নেই। মা শীঘ্রই আমাকে তাঁর কাছে টেনে নিন! আর যেন কখনও ফিরে আস্‌তে না হয়।

পুনশ্চ—

গ্রীনএকার প্রোগ্রামে এই একটা ভয়ানক ভুল হয়েছে—উহাতে ছাপান হয়েছে, যেন ষ্টার্ডি কৃপা করে ইংলণ্ড ছেড়ে সেখানে থাক্‌বার অনুমতি দেওয়ায় সারদানন্দ সেখানে রয়েছে। ষ্টার্ডি বা আর যেই হক্ না কেন—একজন সন্ন্যাসীকে অনুমতি দেবার সে কে? * * আমি জগতের একজনও সন্ন্যাসীর প্রভু নই। তাঁদের যে কাজটা ভাল লাগে সেইটে তাঁরা করেন এবং আমি যদি তাঁদের কোন সাহায্য করতে পারি—বস্, এইমাত্র তাঁদের সঙ্গে আমার সম্বন্ধ। আমি সাংসারিক বন্ধনরূপ লোহার শেকল ভেঙ্গেছি—আর ধর্ম্মসঙ্ঘের সহিত সম্বন্ধরূপ সোনার শেকল পর্‌তে চাই না। আমি মুক্ত, সর্ব্বদাই মুক্ত থাক্‌ব। আমার ইচ্ছা সকলেই মুক্ত হয়ে যাক্—বাতাসের মত মুক্ত। যদি নিউইয়র্ক, বোষ্টন অথবা যুক্তরাজ্যের অন্য কোন স্থান

বেদান্তচর্চ্চা চায়, তবে তারা বেদান্তের আচার্য্যদের সাদরে গ্রহণ কর্‌বে, তাঁদের রেখে দেবে এবং তাঁদের ভরণপোষণের বন্দোবস্ত করে দেবে। আর আমার কথা—আমি ত অবসর গ্রহণ করেছি। জগৎ-রঙ্গমঞ্চে আমার অভিনয় শেষ হয়েছে!

এখন থেকে টাকাকড়ি সম্বন্ধে আমি আর কিছুই জানি না। উহা তোমাদের ইচ্ছামত খরচ করো। তোমাদের কল্যাণ হউক।

ইতি—
বিবেকানন্দ

———

(২৩)

উইম্বল্‌ডন, ইংলণ্ড
৮ই অক্টোবর, ১৮৯৬

প্রিয়—

জার্ম্মাণিতে অধ্যাপক ডয়সনের সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হয়েছিল। কীলে (Kiel) আমি তাঁর অতিথি হয়েছিলাম। দুজনে একসঙ্গে লণ্ডনে এসেছি, এখানেও কয়েকবার দেখাশুনা হয়ে খুব আনন্দলাভ হয়েছিল। ধর্ম্ম ও সমাজ সম্বন্ধীয় কাজের বিভিন্ন অঙ্গের উপর যদিও আমার সম্পূর্ণ সহানুভূতি আছে, তথাপি আমি

দেখ্‌তে পাচ্ছি যে, প্রত্যেকের কাজের বিশেষ বিশেষ বিভাগ থাকা খুব দরকার। আমাদের বিশেষ কাজ বেদান্ত প্রচার। অন্যান্য কাজে সাহায্য করাও এই এক আদর্শের অনুগত হওয়া চাই। আশা করি আপনি এইটে সা—র মনে বদ্ধমূল করে দেবেন। আপনি অধ্যাপক ম্যাক্সমূলারের 'শ্রীরামকৃষ্ণ' সম্বন্ধে প্রবন্ধ পাঠ করেছেন কি? ইংলণ্ডে আমাদের কাজ যে কেবল সাধারণ লোকের ভিতর বিস্তার হচ্ছে তা নয়, পরন্তু শিক্ষিত ও সম্ভ্রান্ত লোকের ভিতরও এর খুব আদর হচ্ছে।

আপনাদের
বিবেকানন্দ

———

(২৪)

এয়ার্‌লি লজ
রিজ্‌ওয়ে গার্ডেন্‌স, উইম্বল্‌ডন, ইংলণ্ড

(আমেরিকাস্থ ব্রুক্‌লিনের মিস্ এলেন ওয়াল্ডো বা হরিদাসী নাম্নী শিষ্যাকে লিখিত)

প্রিয়—

সুইজার্‌ল্যাণ্ডে আমি বেশ বিশ্রাম লাভ করেছিলাম এবং অধ্যাপক পল ডয়সনের সঙ্গে আমার বিশেষ বন্ধুত্ব

হয়েছিল। বাস্তবিক, অন্যান্য স্থানাপেক্ষ ইউরোপে আমার কাজ অধিকতর সন্তোষজনক হচ্ছে এবং ভারতবর্ষে এর একটা খুব প্রতিধ্বনি উঠ্‌বে। লণ্ডনের ক্লাস আবার আরম্ভ হয়েছে—আজ তার প্রথম বক্তৃতা। এখন আমার নিজের একটা 'হল' হয়েছে—তাতে দুই শত বা ততোধিক লোক ধরে; তুমি অবশ্য জান, ইংরাজেরা একটা জিনিষ কেমন কামড়ে ধরে থাক্‌তে পারে এবং সকল জাতির মধ্যে তারা পরস্পরের প্রতি সর্ব্বাপেক্ষা কম ঈর্ষাপরায়ণ—এই কারণেই তারা জগতের উপর প্রভুত্ব কর্‌চে। দাসসুলভ খোসামুদির ভাব একদম না রেখে আজ্ঞানুবর্ত্তী কিরূপে হওয়া যায়, তারা তার রহস্য বুঝেছে—যৎপরোনাস্তি স্বাধীনতা, আবার তার সঙ্গে কঠোর নিয়ম মেনে চলার ভাব।

অধ্যাপক ম্যাক্সমূলার এখন আমার বন্ধু। আমি লণ্ডনের ছাপমারা হয়ে গেছি।

র—নামক যুবকটির সম্বন্ধে আমি খুব কমই জানি। সে বাঙ্গালী এবং অল্পসল্প সংস্কৃত পড়াতে পার্‌বে।

তুমি আমার দৃঢ় ধারণা ত জান—কাম-কাঞ্চন যে জয় কর্‌তে পারেনি তাকে আমি বিশ্বাসই করি না। তুমি তাকে মতবাদাত্মক (theoretical) বিষয় শেখাতে দিয়ে দেখ্‌তে পার, কিন্তু সে যেন রাজযোগ শেখাতে না

যায়—যারা রীতিমত শিক্ষা না করেছে তাদের ওটা নিয়ে খেলা করা মহা বিপজ্জনক। সা—সম্বন্ধে কোন ভয় নেই—বর্ত্তমান ভারতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ যোগী তার উপর আশীর্ব্বাণী বর্ষণ করেছেন। তুমি শিক্ষা দিতে আরম্ভ কর না কেন? এই র—বালকটার চেয়ে তোমার ঢের বেশী দর্শনের জ্ঞান আছে। ক্লাসের নোটিস বার কর এবং নিয়মিতভাবে ধর্ম্মচর্চ্চা কর ও বক্তৃতা দিতে থাক। একশ হিন্দু, এমন কি, আমার একশ গুরুভাই আমেরিকায় খুব প্রচার করচে শুন্‌লে যে আনন্দ হয়, তোমাদের মধ্যে একজন ওতে হাত দিয়েছ দেখ্‌লে আমি তার সহস্রগুণ আনন্দ লাভ করব। মানুষ দুনিয়া জয় কর্‌তে চায়, কিন্তু নিজ সন্তানদের কাছে পরাজয় ইচ্ছা করে। জ্বালাও, জ্বালাও—চারিদিকে জ্ঞানাগ্নি জ্বালাও।

আমার আন্তরিক ভালবাসা ও আশীর্ব্বাদ জানিবে।

ইতি—

বিবেকানন্দ

---

(২৫)

১৪নং গ্রেকোর্ট গার্ডন্স
ওয়েষ্টমিনিষ্টার, লণ্ডন, ইংলণ্ড
১লা নবেম্বর, ১৮৯৬

প্রিয় মেরি,

"সোনা রূপা এ সব কিছুই আমার নাই, তবে যাহা আমার আছে, তাহা মুক্তহস্তে তোমায় দিতেছি"—সেটি এই জ্ঞান যে, স্বর্ণের স্বর্ণত্ব, রৌপ্যের রৌপ্যত্ব, পুরুষের পুরুষত্ব, স্ত্রীর স্ত্রীত্ব—এক কথায় ব্রহ্মাদিস্তম্ব পর্য্যন্ত প্রত্যেক বস্তুর যথার্থ স্বরূপ—ব্রহ্ম। এই ব্রহ্মকেই আমরা অনাদিকাল হইতে বহির্জ্জগতের ভিতরে উপলব্ধি করিতে চেষ্টা করিতেছি; আর এই চেষ্টার ফলে আমাদের মন হইতে এই সকল অদ্ভুত সৃষ্টি বাহির হইয়াছে, যথা—পুরুষ, স্ত্রী, শিশু, দেহ, মন, পৃথিবী, সূর্য্য, চন্দ্র, নক্ষত্ররাজি, জগৎ, ভালবাসা, ঘৃণা, ধন, সম্পত্তি, আর ভূত, প্রেত, গন্ধর্ব্ব, কিন্নর, দেবতা, ঈশ্বর ইত্যাদি।

প্রকৃত কথা এই যে, ব্রহ্ম আমাদের ভিতরেই রহিয়াছেন এবং আমরাই তিনি—সেই শাশ্বত দ্রষ্টা, সেই যথার্থ 'অহম্'—যাঁহাকে কখনই ইন্দ্রিয়গোচর করা যাইতে পারে না এবং যাঁহাকে অন্যান্য দ্রব্যের ন্যায়

ইন্দ্রিয়গোচর করিবার এই যে চেষ্টা, এসব, সময় ও ধীশক্তির বৃথা অপব্যবহার মাত্র।

যখন জীবাত্মা ইহা বুঝিতে পারে, তখনই সে এই জগৎ-পরিকল্পন ক্রিয়া হইতে নিবৃত্ত হয়, এবং ক্রমশঃই অধিকতরভাবে স্বীয় অন্তরাত্মার উপর প্রতিষ্ঠিত হইতে থাকে। ইহার নামই ক্রমবিকাশ—ইহাতে যেমন শারীর বিবর্ত্তন ক্রমশঃ কমিয়া আসিতে থাকে, তেমনি অপর দিকে মন উচ্চ হইতে উচ্চতর সোপানে উঠিতে থাকে; মানুষই পৃথিবীর মধ্যে শ্রেষ্ঠতম দেহ। 'মনুষ্য' এই কথাটি সংস্কৃত 'মন্' ধাতু হইতে সিদ্ধ—সুতরাং উহার অর্থ মননশীল অর্থাৎ চিন্তাশীল প্রাণী—কেবল ইন্দ্রিয় দ্বারা বিষয়গ্রহণশীল প্রাণী নহে।

ইহাকেই ধর্ম্মতত্ত্বে "ত্যাগ" আখ্যা দেওয়া হইয়াছে। সমাজ-গঠন, বিবাহ প্রথার প্রবর্ত্তন, সন্তানের প্রতি ভালবাসা, সৎকার্য্য, সংযম এবং নীতি—এই সকলই বিভিন্ন প্রকারের ত্যাগানুষ্ঠান। আমাদের সর্ব্বপ্রকার সামাজিক জীবন বলিতে ইচ্ছাশক্তি বা বাসনানিচয়ের সংযম বুঝায়। জগতে যত সমাজ ও সামাজিক প্রথা দেখা যায়, উহারা জগতের একটি ব্যাপারেরই বিভিন্ন ধারা ও স্তরমাত্র। সেটি এই,—বাসনা বা অধ্যস্ত আমির বিসর্জ্জন; এই যে নিজের ভিতর হইতে বাহিরে যেন

লাফাইয়া যাইবার ভাব রহিয়াছে, নিত্য বিষয়ী বা জ্ঞাতাকে যে, বিষয় বা জ্ঞেয়রূপে পরিণত করিবার একটা চেষ্টা রহিয়াছে, তাহাকে একেবারে পরিত্যাগ করা। প্রেম এই আত্মসমর্পণ বা ইচ্ছাশক্তিরোধের সর্ব্বাপেক্ষা সহজ এবং অনায়াসসাধ্য পথ, ঘৃণা তাহার বিপরীত।

জনসাধারণকে নানারূপ স্বর্গ, নরক ও আকাশের ঊর্দ্ধদেশনিবাসী শাসনকর্ত্তার গল্প বা কুসংস্কার দ্বারা ভুলাইয়া এই একমাত্র লক্ষ্য আত্মসমর্পণের পথে পরিচালিত করা হইয়াছে। কিন্তু জ্ঞানিগণ কুসংস্কারের বশবর্ত্তী না হইয়া বাসনা বর্জ্জনের দ্বারা জ্ঞাতসারেই এই পন্থার অনুবর্ত্তন করেন।

অতএব দেখা যাইতেছে যে, ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য স্বর্গ অথবা খৃষ্টীয় পুরাণোক্ত ভূ-স্বর্গের অস্তিত্ব কেবল আমাদের কল্পনাতেই রহিয়াছে, কিন্তু আধ্যাত্মিক স্বর্গ আমাদের হৃদয়ে পূর্ব্ব হইতেই বিদ্যমান। কস্তুরীমৃগ মৃগনাভির গন্ধের কারণ অনুসন্ধানের জন্য অনেক বৃথা ছুটাছুটির পর অবশেষে আপনার শরীরেই উহার অস্তিত্ব জানিতে পারে।

বাস্তবজগৎ সর্ব্বদাই ভালমন্দের মিশ্রণ হইয়া থাকিবে; আর মৃত্যুরূপ ছায়াও চিরদিন এই পার্থিব জীবনের অনুসরণ করিবে। আর জীবন যতই দীর্ঘ

হইবে, এই ছায়াও ততই বৃহৎ হইতে থাকিবে। সূর্য্য যখন ঠিক আমাদের মাথার উপরে থাকে কেবল তখনই আমাদের ছায়া পড়ে না—তেমনি যখন ঈশ্বর এবং শুভ ও অন্যান্য যাহা কিছু আমাতেই রহিয়াছে দেখা যায়, তখন আর অমঙ্গল থাকে না। বস্তুজগতে প্রত্যেক ভালটির সঙ্গে মন্দটিও তাহার ছায়ার ন্যায় অনিবার্য্যভাবে চলিয়াছে। প্রত্যেক উন্নতির সঙ্গে ঠিক সেই পরিমাণ অবনতিও সংযুক্ত হইয়া রহিয়াছে। উহার কারণ এই যে, ভাল মন্দ দুইটি পৃথক্ বস্তু নয়—বস্তুতঃ একই জিনিষ—পরস্পরের মধ্যে প্রকারগত কোন প্রভেদ নাই, প্রভেদ কেবল পরিমাণগত।

আমাদের জীবন ও উদ্ভিদ্, প্রাণী বা জীবাণু অপর কাহারও না কাহারও মৃত্যুর উপর নির্ভর করিতেছে। আর একটি ভুল, যাহা আমরা প্রতিনিয়তই করিয়া থাকি, তাহা এই যে, ভাল জিনিষটাকে আমরা ক্রমবর্দ্ধমান বলিয়া মনে করি, কিন্তু মন্দ জিনিষটার পরিমাণ নির্দ্দিষ্ট বলিয়া ভাবি। ইহা হইতে আমরা এই বিচার করি যে, প্রত্যহ কিছু কিছু করিয়া মন্দের ক্ষয় হইতে থাকিলে এমন এক সময় আসিবে যখন কেবলমাত্র ভালটিই অবশিষ্ট থাকিবে। কিন্তু এই যুক্তিটি ভ্রমাত্মক, কারণ, ইহা একটি ভ্রমাত্মক উপনয়ের (premise) উপর

প্রতিষ্ঠিত। যদি ভালর ভাগ জগতে বাড়িতে থাকে, তাহা হইলে মন্দটিও সঙ্গে সঙ্গে বাড়িতে থাকিবে। আমার স্বজাতীয় জনসাধারণের বাসনা অপেক্ষা আমার নিজের বাসনা অনেক বেশী। অতএব বাসনাতৃপ্তির যে আনন্দ তাহাও যেমন তাহাদিগের অপেক্ষা আমার অনেক বেশী, তদ্রূপ আমার দুঃখকষ্টগুলিও তাহাদের অপেক্ষা লক্ষগুণ অধিক। যে শরীরের সাহায্যে তুমি ভালর সামান্যমাত্র সংস্পর্শানুভব করিতে পারিতেছ, তাহাই আবার তোমাকে মন্দের অতি ক্ষুদ্রাংশটুকু পর্য্যন্ত অনুভব করাইতেছে। একই স্নায়ুমণ্ডলী সুখদুঃখ উভয়-রূপ অনুভূতিই বহন করে এবং একই মন উভয়কে অনুভব করে। জগতের উন্নতি বলিতে অধিক সুখভোগ এবং সঙ্গে সঙ্গে অধিক দুঃখভোগ, উভয়ই বুঝায়। এই যে জীবন মৃত্যু, ভাল মন্দ, জ্ঞান অজ্ঞানের সংমিশ্রণ, ইহাই মায়া বা প্রকৃতি। অনন্তকাল ধরিয়া তুমি এই জগজ্জালের ভিতর সুখের অন্বেষণ করিয়া বেড়াইতে পার, সুখও পাইবে কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে তোমাকে অনেক দুঃখও স্বীকার করিতে হইবে। শুধু ভালটি লইব মন্দটি লইব না—এই আশা বালসুলভ বুদ্ধিহীনতা মাত্র। আমাদের সামনে দুইটি পথ রহিয়াছে। একটি—আত্যন্তিক সুখের সমস্ত আশাভরসা ত্যাগ করিয়া এ

জগৎ যেমন চলিতেছে সেই ভাবেই গ্রহণ করা অর্থাৎ মধ্যে মধ্যে এক আধ টুক্‌রা সুখের আশায় জগতের সমস্ত দুঃখকষ্ট সহ্য করিয়া যাওয়া; অপরটি—সুখকে দুঃখেরই অপর মূর্ত্তিজ্ঞানে একেবারে তাহার অন্বেষণ পরিহার করিয়া সত্যের অনুসন্ধান করা। যাহারা এইরূপে সত্যের অনুসন্ধান করিতে সাহসী তাহারা সেই সত্যকে সদা বিদ্যমান এবং নিজের ভিতরেই অবস্থিত বলিয়া দেখিতে সমর্থ হয়। তখনই আমরা ইহাও বুঝিতে পারি যে—সেই একই সত্য কিরূপে আমাদের বিদ্যা ও অবিদ্যারূপ এই দুই আপেক্ষিক জ্ঞানের ভিতর দিয়া প্রকাশিত হইতেছে। আমরা ইহাও বুঝিব যে, সেই সত্য আনন্দস্বরূপ এবং তাহাই ভালমন্দ এই দুইরূপে জগতে প্রকাশিত—আর তৎসঙ্গে সেই যথার্থ সত্তাকেও জানিব, যাহা জগতে জীবন ও মৃত্যু উভয়-রূপেই অভিব্যক্ত হইতেছে।

এইরূপে আমরা প্রাণে প্রাণে অনুভব করিব যে, জগতের বিভিন্ন ঘটনাপরম্পরা একটি অদ্বিতীয় সত্তার দুই বা বহুভাগে বিভক্ত প্রতিচ্ছায়া মাত্র—তাহা সৎ-চিৎ-আনন্দ—যাহা আমার এবং অন্যান্য যাবতীয় পদার্থের যথার্থ স্বরূপ। কেবল তখনই মাত্র, মন্দ না করিয়াও ভাল কার্য্য করা সম্ভবপর, কারণ, এইরূপ আত্মা ভালমন্দ

এই দুইটি যে উপাদানে গঠিত তাহা জানিতে পারিয়াছেন স্নুতরাং উহারা তখন তাঁহার আয়ত্তাধীন। এই মুক্ত আত্মা তখন ভালমন্দ যাহা খুসি তাহাই বিকাশ করিতে পারেন; তবে আমরা জানি যে ইনি তখন কেবল ভাল কার্য্যই সম্পাদন করেন। ইহার নাম "জীবন্মুক্তি"—অর্থাৎ শরীর রহিয়াছে অথচ মুক্ত—ইহাই বেদান্ত এবং অপর সমস্ত দর্শনের একমাত্র লক্ষ্য।

ভগবৎসন্নিধানে সতত কল্যাণাকাঙ্ক্ষী
বিবেকানন্দ

---

(২৬)

গ্রেকোর্ট গার্ডেন্স
ওয়েষ্টমিনিষ্টার, দক্ষিণ-পশ্চিম; ইংলণ্ড
১৩ই নভেম্বর, ১৮৯৬

প্রিয়—

আমি খুব শীঘ্রই, সম্ভবতঃ ১৬ই ডিসেম্বর, ভারতবর্ষে যাত্রা কর্‌ছি। কারণ পুনরায় আমেরিকা যাবার পূর্ব্বে আমার একবার ভারতবর্ষ দেখ্‌বার বিশেষ ইচ্ছা এবং আমি কয়েকজন ইংরাজ বন্ধুকে আমার সঙ্গে ভারতবর্ষে নিয়ে যাবার বন্দোবস্তও করেছি। আমার একান্ত ইচ্ছা সত্ত্বেও আমেরিকা হয়ে যাওয়া আমার পক্ষে অসম্ভব।

ডাক্তার জেন্‌স্‌ বাস্তবিকই অতি চমৎকার কাজ কর্‌ছেন। তিনি আমাকে এবং আমার কাজের জন্য বার বার যেরূপ সহৃদয়তা দেখিয়েছেন ও সাহায্য করেছেন, তজ্জন্য আমি যে কতদূর কৃতজ্ঞ তাহা বাক্যে প্রকাশ কর্‌তে অক্ষম। এখানে প্রচারকার্য্য বেশ সুন্দর ভাবেই চল্‌ছে। তুমি শুনে খুসী হবে যে 'রাজযোগের' প্রথম সংস্করণ সব বিক্রী হয়ে গেছে এবং আরও কয়েক শত অর্ডার এসে পড়ে রয়েছে।

ইতি—

বিবেকানন্দ

---

(২৭)

৩৯নং ভিক্টোরিয়া ষ্ট্রীট, লণ্ডন,

দক্ষিণ-পশ্চিম

২৮শে নভেম্বর, ১৮৯৬

প্রিয় মেরি,

আমার মনে হয়, যে কোন কারণেই হউক, তোমাদের চারজনকেই আমি সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ভালবাসি এবং আমি সগর্ব্বে বিশ্বাস করি যে, তোমরা চারজনও আমাকে সেই রকম ভালবাস। এইজন্য ভারতবর্ষে যাবার আগে

তোমাদিগকে কয়েক ছত্র স্বতঃপ্রণোদিত হয়েই লিখ্‌ছি। লণ্ডনের প্রচারকার্য্যে চারিদিকে টি টি পড়ে গেছে। ইংরাজ জাতি আমেরিকান্‌দের মত অত ধারাল নয়, কিন্তু একবার যদি তুমি তাদের হৃদয় অধিকার কর্‌তে পার, তাহলে তারা চিরকালের জন্য তোমার গোলাম হয়ে যাবে। ধীরে ধীরে আমি উহা অধিকার কর্‌ছি। আশ্চর্য্যের বিষয়, এই দুমাসের কাজেই, সাধারণ বক্তৃতার কথা ছেড়ে দিলেও আমার ক্লাসেই বরাবর ১২০ জন উপস্থিত হচ্ছে। ইংরাজ জাতটা শুধু বচনবাগীশ নয়—কাজের লোক, সুতরাং এখানকার সকলেই কাজে কিছু করতে চায়। কাপ্তেন ও মিসেস্ সেভিয়ার এবং মিঃ গুড্‌উইন কাজ কর্‌বার জন্য আমার সঙ্গে ভারতে যাচ্ছেন এবং এই কাজে তাঁরা নিজেদেরই অর্থব্যয় কর্‌বেন। এখানে আরও বহুলোক ঐরূপ কর্‌তে প্রস্তুত। সম্ভ্রান্ত বংশের স্ত্রীপুরুষ, তাদের মাথায় একবার একটা ভাব ঢুকিয়ে দিতে পার্‌লে, সেটা কার্য্যে পরিণত কর্‌বার জন্য যথাসর্ব্বস্ব ত্যাগ কর্‌তেও বদ্ধপরিকর। আর শেষ (যদিও বড় কম কথা নয়) আনন্দের সংবাদ এই যে, ভারতের কাজ আরম্ভ কর্‌বার জন্য অর্থ সাহায্য পাওয়া গেছে এবং পরে আরও পাওয়া যাবে। ইংরাজ জাতির সম্বন্ধে আমার ধারণা সব ওলট্‌পালট্

হয়ে গেছে। এখন আমি বুঝতে পারছি প্রভু কেন তাদের অন্য সব জাতের চেয়ে অধিক কৃপা করছেন। তারা অটল, অকপটতা তাদের অস্থিমজ্জাগত, তাদের অন্তর ভাবুকতায় পূর্ণ—কেবল বাইরে একটা কঠোরতার আবরণ মাত্র রয়েছে। ঐটে ভেঙ্গে দিতে পারলেই হল—বস্, তোমার মনের মানুষ খুঁজে পাবে।

সম্প্রতি আমি কলিকাতায় একটি ও হিমাচলে আর একটি কেন্দ্র স্থাপন করতে যাচ্ছি। প্রায় ৭০০০ ফিট উচ্চ একটা গোটা পাহাড়ের উপর হিমাচল-কেন্দ্রটি স্থাপিত হবে। ঐ পাহাড়টি গ্রীষ্মকালেও বেশ শীতল থাক্‌বে আবার শীতকালেও খুব ঠাণ্ডা হবে। কাপ্তেন ও মিসেস্ সেভিয়ার ঐখানে থাক্‌বেন এবং ঐটে ইউ-রোপীয় কর্ম্মিগণের কেন্দ্র হবে। কারণ, আমি তাদের জোর করে ভারতীয় জীবনধারণপ্রণালী অনুসারে চালিয়ে এবং ভারতের অগ্নিময় সমতলভূমিতে বাস করিয়ে মেরে ফেল্‌তে চাই না। আমার কার্য্যপ্রণালী হচ্ছে এই যে, শত শত হিন্দু যুবক প্রত্যেক সভ্যদেশে গিয়ে বেদান্ত প্রচার করুক্ আর সেখান থেকে নর-নারী জোগাড় করে ভারতবর্ষে কাজ কর্‌তে পাঠাক্। এতে পরস্পরের মধ্যে বেশ উত্তম আদান প্রদান হবে। কেন্দ্রগুলো প্রতিষ্ঠা করে আমি 'জবের গ্রন্থোক্ত'

ভদ্রলোকটির মত * উপর নীচে চারিদেকে ঘুরে বেড়াব। আজ এখানেই শেষ—তা না হলে চিঠি ডাকে যাবে না। সবদিকেই আমার কাজের সুবিধা হয়ে আস্‌ছে—এতে আমি খুসী এবং জানি তোমরাও আমার মত খুসী হবে। তোমরা অশেষ কল্যাণ ও সুখশান্তি লাভ কর। ইতি-

তোমাদের চিরপ্রেমবদ্ধ
বিবেকানন্দ

পুঃ—ধর্ম্মপালের খবর কি? তিনি কি কর্‌ছেন? তাঁর সঙ্গে দেখা হলে আমার ভালবাসা জানিও।

বিঃ

---

* Book of Job বাইবেলের প্রাচীনসংহিতার অংশবিশেষ। উহাতে বর্ণিত আছে, ঈশ্বরের সহিত সয়তান একবার সাক্ষাৎ করিতে যাইলে সে কোথা হইতে আসিতেছে, ঈশ্বরের এই প্রশ্নের উত্তরে বলিয়াছিল, "এই পৃথিবীর এধার ওধার ঘুরিয়া এবং ইহার উপরে নীচে ভ্রমণ করিয়া আসিতেছি।" এখানে স্বামিজী নিজের এধার ওধার ঘোরার প্রসঙ্গে রহস্যচ্ছলে বাইবেলের ঐ স্থানটিকে লক্ষ্য করিয়া কথিত বাক্যটি প্রয়োগ করিয়াছেন।

(২৮)

রামনাদ

শনিবার, ৩০শে জানুয়ারী, ১৮৯৭

প্রিয় মেরি,

চার্‌দিকের অবস্থা অতি আশ্চর্য্যরূপে আমার অনুকূল হয়ে আস্‌ছে। সিংহলে কলম্বোয় আমি জাহাজ থেকে নেমেছি এবং এখন ভারতবর্ষের প্রায় শেষ দক্ষিণতম ভূখণ্ড রামনাদে, সেখানকার রাজার অতিথিস্বরূপে রয়েছি। এই কলম্বো থেকে রামনাদ পর্য্যন্ত আমার সঙ্গে বিরাট শোভাযাত্রা চলেছিল—হাজার হাজার লোকের ভিড়—রোসনাই—অভিনন্দন ইত্যাদি। ভারতের ভূমিখণ্ডে যেখানে আমি প্রথম পদার্পণ করি সেই স্থানে ৪০ ফিট উচ্চ একটি স্মৃতিস্তম্ভ তৈরী হচ্ছে। রামনাদের রাজা তাঁহার অভিনন্দন পত্র একটি সুন্দর কারুকার্য্য-খচিত প্রকাণ্ড খাঁটি স্বর্ণ-নির্ম্মিত পেটিকায় (casket) করে আমাকে প্রদান করলেন। তাতে আমাকে মহাপবিত্রস্বরূপ (His most Holiness) বলে সম্বোধন করা হয়েছে। মান্দ্রাজ ও কলিকাতা আমার জন্য হাঁ করে রয়েছে—যেন সমস্ত দেশটা আমাকে সম্মান করবার জন্য দাঁড়িয়ে উঠেছে। সুতরাং তুমি দেখ্‌তে পাচ্ছ, আমি আমার অদৃষ্টের

চরম সীমায় উঠেছি। তথাপি আমার মন চিকাগোর সেই নিস্তব্ধ, বিশ্রান্তিপূর্ণ, শান্তিময় দিনগুলোর দিকেই ছুট্‌ছে—কি বিশ্রাম, শান্তি ও প্রেমপূর্ণ দিন! এখনি তাই তোমাকে চিঠি লিখ্‌তে বসিছি। আশা করি, তুমি বেশ ভাল আছ ও আনন্দে আছ। ডাক্তার ব্যারোজকে আদর অভ্যর্থনা কর্‌বার জন্য আমি লণ্ডন থেকে আমার দেশের লোকদের চিঠি লিখেছিলাম। তারা তাঁকে খুব জমকাল গোছের অভ্যর্থনা করেছিল। কিন্তু তিনি যে সেখানে লোকের মন ভেজাতে পারেন নি, তার জন্য আমি দোষী নই। কল্‌কাতার লোক-গুলোর ভেতর নূতন কিছু ভাব ঢোকানো বড় কঠিন। ডাক্তার ব্যারোজ আমার সম্বন্ধে নানা রকম ভাব্‌ছেন, আমি শুন্‌তে পাচ্ছি। এই ত সংসার! মা, বাবা, ও তোমরা সকলে আমার ভালবাসা জান্‌বে। ইতি—

তোমার স্নেহবদ্ধ
বিবেকানন্দ

---

(২৯)

দার্জ্জিলিং

২৮শে এপ্রিল, ১৮৯৭

প্রিয় ম—

কয়েকদিন পূর্ব্বে আমি তোমার সুন্দর পত্র খানি পেয়েছি। গতকল্য হ্যারিয়েটের বিবাহের নিমন্ত্রণ পত্র এসেছে। প্রভু নবদম্পতিকে সুখে রাখুন।

* * * এখানে সমস্ত দেশবাসী যেন একপ্রাণ হয়ে আমাকে সম্মান করবার জন্য উৎসুক। শত সহস্র লোক, যেখানে যাই সেইখানেই উৎসাহসূচক আনন্দধ্বনি করছে, রাজা রাজড়ারা আমার গাড়ী টানছে, বড় বড় সহরের সদর রাস্তার উপর তোরণ নির্ম্মাণ করা হয়েছে এবং তাতে নানা রকম 'সংক্ষিপ্ত মঙ্গল বাক্য' (motto) জ্বল্ জ্বল্ করছে ইত্যাদি ইত্যাদি! ! ! এই সকল বিষয়ের বর্ণনা শীঘ্রই পুস্তকাকারে বেরুবে এবং তুমিও শীঘ্র একখানা পাবে। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে আমি ইতি-পূর্ব্বেই ইংলণ্ডে কঠোর পরিশ্রম করে ক্লান্ত হয়েছিলাম, আবার এখানে দাক্ষিণাত্যের ভীষণ গরমে অতিরিক্ত পরিশ্রম করায় একেবারে পরিশ্রান্ত ও অবসন্ন হয়ে পড়েছি। কাজেই আমাকে ভারতের অন্যান্য স্থান পরিদর্শনের আশা পরিত্যাগ করে নিকটতম শৈলনিবাস

দার্জ্জিলিংএ চোঁচা দৌড় দিতে হল। সম্প্রতি আমি অনেকটা ভাল আছি এবং আর মাসখানেক আলমোড়ায় থাক্‌লেই সম্পূর্ণ সেরে যাব। ভাল কথা, সম্প্রতি আমার ইউরোপে যাবার একটা সুবিধা চলে গেল। রাজা অজিৎ সিং এবং আরও কয়েকজন রাজা আগামী শনিবার ইংলণ্ড যাত্রা কর্‌ছেন। তাঁরা অবশ্য আমাকে তাঁদের সঙ্গে নিয়ে যাবার জন্য বিশেষ পেড়াপীড়ি করেছিলেন। কিন্তু আমি এখন কোনরূপ শারীরিক বা মানসিক পরিশ্রম করি, দুর্ভাগ্যক্রমে ডাক্তারেরা সেকথা মোটেই শুন্‌ছে না। সুতরাং অত্যন্ত বিরক্তির সহিত আমাকে এই সুযোগ ছেড়ে দিতে হচ্ছে; তবে যত শীঘ্র পারি যাবার চেষ্টা কর্‌ব।

আশা করি বি—এতদিনে আমেরিকায় পৌঁছেচেন। আহা বেচারি! তিনি এখানে খৃষ্টান ধর্ম্মের অত্যন্ত গোঁড়ামির ভাবটা প্রচার করতে এসেছিলেন; সুতরাং যা সাধারণতঃ হয়ে থাকে—কেউ তাঁর কথা শুন্‌ল না। অবশ্য তারা তাঁকে খুব যত্নের সহিত অভ্যর্থনা করেছিল কিন্তু সে আমি চিঠি লিখেছিলাম বলেই। কিন্তু আমি কিছুতেই তাঁকে আক্কেল দিতে পার্‌লাম না! আরও বলি, তিনি যেন কি-এক-ধরণের লোক। শুন্‌লাম, আমি দেশে ফিরে আসাতে সমগ্র জাতিটা অত্যন্ত

উৎসাহের সহিত আনন্দ প্রকাশ করেছিল, তাই শুনে তিনি মহা খাপ্পা হয়ে উঠেছিলেন। যা করেই হক, তোমাদের একজন মাথাওয়ালা লোক পাঠান উচিত ছিল, কারণ, বি—ধর্ম্মমহাসভাটিকে হিন্দুদের চক্ষে একটা তামাসার ব্যাপার (farce) করে গেছেন। দার্শনিক বিষয়ে জগতের কোন জাতই হিন্দুদের পথপ্রদর্শক হতে পারবে না। আর একটা বড় মজার কথা এই যে, খৃষ্টান দেশ থেকে যতগুলো লোক এদেশে এসেছে, তাহাদের সকলেরই সেই এক মান্ধাতার আমলের হাবাতে যুক্তি আছে যে, যেহেতু খৃষ্টানেরা শক্তিশালী ও ধনবান্ এবং হিন্দুরা তা নয়, সেই হেতুই খৃষ্টধর্ম্ম হিন্দুধর্ম্মের চেয়ে শ্রেষ্ঠ। ইহারই উত্তরে হিন্দুরা ঠিকই জবাব দেয় যে, সেই জন্যই ত হিন্দুধর্ম্মই হচ্ছে ধর্ম্ম, আর খৃষ্টান ধর্ম্ম ধর্ম্মই নয়। কারণ, এই পশুত্বপূর্ণ জগতে পাপের কেবল জয়জয়কার আর পুণ্যের সর্ব্বদা নির্য্যাতন! এটা দেখা যাচ্ছে যে, পাশ্চাত্য জাতি জড়বিজ্ঞানের চর্চ্চায় যতই উন্নত হক না কেন, দার্শনিক বা আধ্যাত্মিক জ্ঞানে তারা ক্ষুদ্র শিশু মাত্র। জড়বিজ্ঞান মাত্র ঐহিক উন্নতি বিধান করে। কিন্তু অধ্যাত্মবিজ্ঞান অনন্ত জীবনের সাথী। যদি অনন্ত জীবন নাও থাকে, তাহলেও আদর্শ হিসাবে আধ্যাত্মিক চিন্তাপ্রসূত আনন্দ অধিক তীব্র এবং ইহা

মানুষকে অধিকতর সুখী করে, আর, জড়বাদপ্রসূত নির্ব্বুদ্ধিতা, প্রতিযোগিতা, অযথা উচ্চাকাঙ্ক্ষা এবং অবশেষে ব্যক্তিগত ও জাতিগত মৃত্যু আনয়ন করে।

এই দার্জ্জিলিং অতি সুন্দর যায়গা। এখান থেকে মাঝে মাঝে যখন মেঘ সরে যায়, তখন ২৭৫৭৯ ফিট উচ্চ মহিমামণ্ডিত কাঞ্চনজঙ্ঘা দেখা যায় এবং নিকটের একটা পাহাড়ের চূড়া থেকে মাঝে মাঝে ২৯০০০ ফিট উচ্চ গৌরীশঙ্করের চকিত দর্শন পাওয়া যায়। আর এখানকার অধিবাসীরা যেন ছবিটীর মত—তিব্বতীরা নেপালীরা এবং সর্ব্বোপরি সুন্দরী লেপ্‌চা স্ত্রীলোকেরা। তুমি চিকাগোর কল্‌ষ্টন টারনবুল নামে কাউকে চেন কি? আমি ভারতবর্ষে পৌছিবার কয়েক সপ্তাহ পূর্ব্বে তিনি এখানে ছিলেন। তিনি দেখ্‌ছি আমাকে খুব পছন্দ কর্‌তেন, আর তার ফলে হিন্দুরা সকলেই তাঁকে অত্যন্ত পছন্দ করত! জে—, মিসেস্ এ—, সিষ্টার জে— এবং আমাদের আর আর বন্ধুদের খবর কি? আমাদের প্রিয় মিল্ (Mill) রা কোথায়?—ধীরে ধীরে নিশ্চিত ভাবে গুঁড়ো করে যাচ্ছে বোধ হয়? আমি হ্যারিয়েটকে তাহার বিবাহে কয়েকটি প্রীতিউপহার পাঠাব মনে করে-ছিলাম, কিন্তু তোমাদের যে ভীষণ জাহাজের মাশুল—তাই উপস্থিত পাঠান স্থগিত রাখ্‌তে হচ্ছে, তবে শীঘ্রই

পাঠাবার ইচ্ছা আছে। হয় ত, তাদের সঙ্গে আবার শীঘ্রই ইউরোপে দেখা হবে। এই চিঠিতে যদি তোমারও বিবাহের কথাবার্ত্তা চল্‌ছে লিখতে তাহলে আমি অবশ্য অত্যন্ত আহ্লাদিত হতাম এবং আধ ডজন কাগজের একখানি চিঠি লিখে আমার প্রতিজ্ঞা রক্ষা কর্‌তাম।

* * * *

আমার চুল গোছায় গোছায় পাক্‌তে আরম্ভ করেছে এবং আমার মুখের চামড়া অনেক কুঁচ্‌কে গেছে—এই মাংস ঝরে যাওয়াতে আমার বয়স যেন আরও কুড়ি বছর বেড়ে গিয়েছে। এখন আমি দিন দিন ভয়ঙ্কর রোগা হয়ে যাচ্ছি, তার কারণ্ আমাকে শুদ্ধ মাংস খেয়ে থাক্‌তে হচ্ছে—রুটি নেই, ভাত নেই, আলু নেই, এমন কি, আমার কফিতে একটু চিনিও নেই!! আমি এক ব্রাহ্মণ পরিবারের সঙ্গে বাস কর্‌ছি—তারা সকলেই নিকার-বোকার পরে, অবশ্য স্ত্রীলোকেরা নয়। আমিও নিকার-বোকার পরে আছি। তুমি যদি আমাকে পার্ব্বত্য হরিণের মত পাহাড় থেকে পাহাড়ে লাফিয়ে বেড়াতে দেখ্‌তে অথবা ঊর্দ্ধশ্বাসে ঘোড়া ছুটিয়ে পাহাড়ে-রাস্তায় উৎরাই চড়াই কর্‌তে দেখ্‌তে, তাহলে খুব আশ্চর্য্য হয়ে যেতে।

আমি এখানে বেশ ভাল আছি। কারণ সমতল-

ভূমিতে বাস আমার পক্ষে যন্ত্রণাদায়ক হয়ে দাঁড়িয়েছে, সেখানে আমার রাস্তায় পা টি বাড়াবার জো নেই—অমনি একদল লোক আমায় দেখ্‌বে বলে ভিড় করেছে!! নাম যশটা সব সময়েই বড় সুখের নয়। এখন দাড়ি পেকে সাদা হতে আরম্ভ হয়েছে, তাই একটা মস্ত দাড়ি রাখ্‌ছি—এতে বেশ গণ্যমান্য দেখায় এবং লোককে আমেরিকাবাসী কুৎসারটনাকারীদের হাত থেকে রক্ষা করে! হে শ্বেতশ্মশ্রু, তুমি কত জিনিষই না ঢেকে রাখ্‌তে পার, তোমার জয়জয়কার, হাঃ হাঃ!

ডাক যাবার সময় প্রায় উত্তীর্ণ হয়ে গেল, তাই শেষ কর্‌লাম। তোমার দেহ ও মন ভাল থাক্‌ ও তোমার অশেষ কল্যাণ হক।

বাবা, মা, ও তোমরা সকলে আমার ভালবাসা জান্‌বে। ইতি—

তোমাদের

বিবেকানন্দ

(৩০)

আলমবাজার মঠ

কলিকাতা

৫ই মে, ১৮৯৭

প্রিয়—

ভগ্ন স্বাস্থ্যটা ফিরে পাবার জন্য একমাস দার্জ্জিলিংএ ছিলাম। আমি এখন বেশ ভাল হয়েগেছি। ব্যারাম ফ্যারাম দার্জ্জিলিংএই পালিয়েছে। আমি কাল আল-মোড়া যাচ্ছি, সম্পূর্ণরূপে সেরে যাবার জন্য। আলমোড়াও আর একটি শৈল-নিবাস।

আমি পূর্ব্বেই তোমাকে লিখেছি যে, এখানকার অবস্থা বেশ আশাজনক বলে বোধ হচ্ছে না—যদিও সমস্ত জাতটা এককাট্টা হয়ে আমাকে সম্মান করেছে এবং আমাকে নিয়ে প্রায় পাগল হয়ে যাবার মত হয়েছিল! শক্তির কার্য্যকরী দিকটা ভারতবর্ষে আদৌ দেখ্‌তে পাবে না। কলকাতার কাছাকাছি জমির দাম আবার খুব বেড়ে গেছে। আমার বর্ত্তমান মতলব হচ্ছে, প্রধান তিনটি রাজধানীতে তিনটি কেন্দ্র স্থাপন করা। ঐগুলি আমার প্রাথমিক বিদ্যালয়স্বরূপ হবে—ঐ তিন স্থান থেকেই আমি ভারতবর্ষ আক্রমণ কর্‌তে চাই।

আমি আর দুচার বৎসর বাঁচি আর নাই বাঁচি, ভারতবর্ষ ইতিপূর্ব্বেই শ্রীরামকৃষ্ণের হয়ে গেছে।

প্রোফেসার জেম্সের একখানি সুন্দর পত্র পেয়েছিলাম। তাতে তিনি আমার বৌদ্ধধর্ম্মের বিকৃত অবস্থা সম্বন্ধে মন্তব্যগুলির উপর বিশেষ নজর দিয়েছিলেন। তুমিও লিখেছ যে, ধ—এতে খুব রেগে গেছে। ধ—অতি সজ্জন এবং আমি তাঁকে খুব ভালবাসি। কিন্তু ভারতীয় কোন ব্যাপার নিয়ে অগ্নিশর্ম্মা হয়ে উঠলে, তাঁর সম্পূর্ণ অন্যায় আচরণ করা হবে।

আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে, যেটাকে নানাবিধ কুৎসিত ভাবপূর্ণ আধুনিক হিন্দুধর্ম্ম বলা হয়, তা হচ্ছে ঐ বৌদ্ধধর্ম্মেরই বদহজম মাত্র। এটা স্পষ্টরূপে বুঝলে হিন্দুদের পক্ষে উহা বিনা আপত্তিতে ত্যাগ করা সহজ হবে। বৌদ্ধধর্ম্মের যা প্রাচীনভাব—যা শ্রীবুদ্ধ নিজে প্রচার করে গেছেন, তার প্রতি এবং শ্রীবুদ্ধের প্রতি আমি প্রগাঢ় ভক্তিশ্রদ্ধাপরায়ণ। আর তুমি বোধ হয় জান যে, আমরা হিন্দুরা তাঁকে অবতার বলে পূজা করে থাকি। সিংহলের বৌদ্ধধর্ম্মও তত সুবিধার নয়। সিংহলে ভ্রমণকালে আমার সে ভুল ধারণা সম্পূর্ণ ভেঙ্গে গেছে। সিংহলে যদি কেহ প্রাণবন্ত থাকে তা এক হিন্দুরাই। বৌদ্ধেরা অনেকটা পাশ্চাত্য ভাবাপন্ন হয়ে

প'ড়'ছে—এমন কি, ধ—এবং তাঁহার পিতার ইউরোপীয় নাম ছিল, কিন্তু এখন তাঁরা সেটা বদলেছেন। আজকাল বৌদ্ধেরা "অহিংসা পরমোধর্ম্মঃ" এই শ্রেষ্ঠ উপদেশের এইমাত্র খাতির করেন যে, তাঁরা এখন যেখানে সেখানে কসাইয়ের দোকান খোলেন। এমন কি পুরোহিতরা পর্য্যন্ত ঐ কার্য্যে উৎসাহ দেন। আমি এক সময়ে ভাবতুম, আদর্শ বৌদ্ধধর্ম্ম বর্ত্তমানকালেও অনেক উপকার করবে। কিন্তু আমি আমার ঐমত একেবারে ত্যাগ করেছি এবং স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি, কি কারণে বৌদ্ধধর্ম্ম ভারতবর্ষ থেকে বিতাড়িত হয়েছিল। * * *

থিয়জফিষ্টদের সম্বন্ধে তোমার প্রথমেই স্মরণ করা উচিত যে ভারতবর্ষে থিয়জফিষ্ট ও বৌদ্ধদের সংখ্যা নামমাত্র আছে—নাই বললেই হয়। তারা দুচারখানা কাগজ বের করে খুব একটা হুজুগ করে দুচারজন পাশ্চাত্যদেশবাসীকে নিজেদের মত শুনাতে পারে, কিন্তু হিন্দুর ঘরে জন্মগ্রহণ করেছে এমন দুজন বৌদ্ধ বা দশ জন থিয়জফিষ্ট আমি ত দেখি না।

আমি আমেরিকায় এক লোক ছিলুম, এখানে আর এক লোক হয়ে গেছি। এখানে সমস্ত জাতটা (হিন্দু) আমাকে যেন তাদের একজন প্রামাণ্য ব্যক্তি (authority) বলে মনে করছে—আর সেখানে

একজন ঘৃণ্য প্রচারক মাত্র ছিলাম। এখানে রাজারা আমার গাড়ী টানে—আর সেখানে আমাকে একটা ভাল হোটেলে পর্য্যন্ত ঢুক্‌তে দিত না। সেইজন্য এখানে এমন কথা বল্‌তে হবে, যাতে সমস্ত জাতটার—আমার সমস্ত স্বদেশবাসীর—মঙ্গল হয়, তা সেগুলো দুচারজনের যতই অপ্রীতিকর হক না কেন। যা কিছু খাঁটি, এবং সৎ সেই সকলকে গ্রহণ কর্‌তে হবে এবং তাদের প্রতি ভালবাসা ও উদারভাব পোষণ কর্‌তে হবে, কিন্তু কপটতার প্রতি কখনই নয়।—রা আমার খোসামোদ কর্‌তে চেষ্টা করেছিল, কারণ, এখন আমি ভারতের একজন প্রামাণ্য ব্যক্তি হয়ে দাঁড়িয়েছি। আর সেই জন্যই আমার কাজ যেন তাদের আজগুবিগুলোর সমর্থন না করে, এই উদ্দেশ্যে দুচারটে কড়া স্পষ্ট কথা বল্‌তে হয়েছে—আর ঐ কাজ হয়ে গেছে। আমি এতে খুব খুসী। যদি আমার শরীর ভাল থাক্‌ত তাহলে ঐ সব ভুঁইফোঁড়-গুলোকে ভারত থেকে একেবারে দূর করে দিতুম, অন্ততঃ যথাসাধ্য চেষ্টা কর্‌তুম। আমি যতদূর যা দেখেছি তাতে ভারতে ইংলিস চার্চ্চের যে সকল পাদ্রি আছে তাদের উপর বরং আমার সহানুভূতি আছে, কিন্তু থিয়জফিষ্ট ও বৌদ্ধদের উপর আদৌ নেই। আমি পুনরায় তোমাকে বল্‌ছি, ভারতবর্ষ ইতিপূর্ব্বেই

শ্রীরামকৃষ্ণের এবং সুসংস্কৃত হিন্দুধর্ম্মের হয়ে গেছে। * * * * আমি এখানকার কাজ একটু গুছিয়ে গাছিয়ে নিয়েছি। ইতি—

বিবেকানন্দ

---

(৩১)

আলমোড়া
৯ই জুলাই, ১৮৯৭

প্রিয় ভগ্নি—

তোমার পত্রখানি পড়ে উহার ভিতরে একটি নৈরাশ্য-ব্যঞ্জক ভাব ফল্গুনদীর মত বইছে দেখে বড় দুঃখিত হলাম, আর উহার কারণটা কি তাও আমি বুঝ্‌তে পার্‌ছি। প্রথমেই তুমি যে আমাকে সাবধান করে দিয়েছ তার জন্য তোমায় বিশেষ ধন্যবাদ। তোমার ওরূপ লেখার উদ্দেশ্য আমি বেশ বুঝ্‌তে পার্‌ছি। আমি রাজা অজিৎ সিংহের সঙ্গে ইংলণ্ডে যাবার বন্দোবস্ত করেছিলাম, কিন্তু ডাক্তারেরা অনুমতি দিলে না, কাজেই যাওয়া ঘট্‌ল না। হ্যারিয়েটের সঙ্গে তাঁর দেখা হয়েছে জান্‌তে পার্‌লে আমি খুব খুসী হব। তিনিও, তোমাদের যার সঙ্গেই হোক না কেন দেখা হলে, খুব আনন্দিত হবেন।

আমি অনেকগুলি আমেরিকান কাগজের খণ্ডিতাংশ (Cuttings) পেয়েছি; তাতে দেখ্‌লাম মার্কিণরমণীগণ সম্বন্ধে আমার উক্তি সমূহের কঠোর সমালোচনা করা হয়েছে—আরও তাতে এক অদ্ভুত খবর পেলাম যে, আমাকে এখানে জাতিচ্যুত করা হয়েছে! আমার জাত থাক্‌লে ত—আমি যে সন্ন্যাসী!!

জাত ত কোন রকম যায়ই নি বরং সমুদ্রযাত্রার উপর সমাজের যে একটা বিরুদ্ধ ভাব ছিল আমার পাশ্চাত্য দেশে যাওয়ার দরুণ তা এক রকম নষ্টই হয়ে গেছে। আমাকে যদি জাতিচ্যুত কর্‌তে হয় তাহলে ভারতের অর্দ্ধেক রাজন্যবর্গ ও সমুদয় শিক্ষিত লোকের সঙ্গে আমাকে জাতিচ্যুত কর্‌তে হবে। তা ত হয়ই নি বরং আমি সন্ন্যাস নেবার পূর্ব্বে আমার যে জাতি ছিল সেই জাতিভুক্ত প্রধান রাজা আমাকে সম্মানপ্রদর্শনের জন্য একটি সামাজিক ভোজের আয়োজন করেছিলেন, তাতে ঐ জাতির অধিকাংশ বড় বড় লোক যোগ দিয়েছিলেন। এ ত গেল তাঁদের তরফ্‌ থেকে। আমাদের দিক্‌ থেকে ধর্‌লে আমরা ত সন্ন্যাসী—নারায়ণ—ভারতে আমরা সামান্য নরলোকের সঙ্গে একত্রে খাই না—আমরা যে দেবতা, তারা যে মর্ত্ত্য লোক—উহাতে আমাদের মর্য্যাদাহানি! আর প্রিয় মেরি, শত শত

রাজার বংশধরেরা এই পা ধুইয়ে মুছিয়ে দিয়েছে, পূজো করেছে—আর সমস্ত দেশের ভিতর যেরূপ আদর অভ্যর্থনা অভিনন্দনের ছড়াছড়ি হয়েছে, ভারতে আর এরূপ কারও হয় নি।

এইটুকু বললেই যথেষ্ট হবে যে, রাস্তায় বেরুতে গেলেই এত লোকের ভিড় হয় যে, শান্তিরক্ষার জন্য পুলিশের দরকার হয়—জাতিচ্যুত করাই বটে! অবশ্য আমার এইরূপ অভ্যর্থনায় মিশনরী ভায়াদের বেশ শক্তি-ক্ষয় করে দিয়েছে। আর এখানে তাদের পোঁছে কে? তাদের যে একটা অস্তিত্ব আছে সেই সম্বন্ধেই যে আমাদের খেয়াল নেই!

আমি এক বক্তৃতায় এই মিশনরী ভায়াদের সম্বন্ধে এবং ইংলিস চার্চ্চের অন্তর্ভুক্ত ভদ্র মিশনরিগণকে বাদ দিয়ে—সাধারণ মিশনরীর দল কোন্ শ্রেণীর লোক হতে সংগৃহীত তৎসম্বন্ধে কিছু বলেছিলাম। সেই সঙ্গে আমেরিকার সেই চার্চ্চের অতিরিক্ত গোঁড়া স্ত্রীলোকদের সম্বন্ধে এবং তাদের পর-কুৎসা সৃষ্টি করবার শক্তিসম্বন্ধেও আমায় কিছু বলতে হয়েছিল।

মিশনরী ভায়ারা আমার আমেরিকার কাজটা নষ্ট করবার জন্য এইটিকেই সমগ্র মার্কিণ রমণীগণের উপর আক্রমণ বলে ঢাক পেটাচ্ছে—কারণ তারা বেশ জানে

শুধু তাদের বিরুদ্ধে কেউ কিছু বল্‌লে যুক্তরাজ্যের লোকেরা খুসীই হবে। প্রিয় মেরি, ধর যদি ইয়াঙ্কিদের বিরুদ্ধে আমি খুব ভয়ানক কথা বলেই থাকি তারা আমাদের মা বোনের বিরুদ্ধে যে সব কথা বলে, তাতে কি তার লক্ষ ভাগের এক ভাগেরও প্রতিশোধ হয়? ভারতবাসী 'হিদেন'—আমাদের উপর খৃষ্টান ইয়াঙ্কি নরনারী যে ঘৃণা পোষণ করে তা ধৌত করতে বরুণ দেবতার সব জলেও কুলোয় না—আর আমরা তাদের কি অনিষ্ট করেছি? অপরে সমালোচনা কর্‌লে ইয়াঙ্কিরা ধৈর্য্যের সহিত তা সহ্য করতে শিখুক্, তারপর তারা অপরের সমালোচনা করুক। এটি একটি মনোবিজ্ঞান-সম্মত সর্ব্বজনবিদিত সত্য যে যারা সর্ব্বদা অপরকে গালিগালাজ দিতে প্রস্তুত তারা অপরের এতটুকু সমালোচনার ঘা সহ্য কর্‌তে পারে না। আর তারপর তাদের আমি কি ধার্ ধারি! তোমাদের পরিবার, মিসেস্ বুল, লেগেট্‌রা এবং আর কয়েকজন সহৃদয় ব্যক্তি ব্যতীত আর কে আমার প্রতি সদয় ব্যবহার করেছে? কে আমার ভাবগুলি কার্য্যে পরিণত কর্‌বার সাহায্য কর্‌তে এসেছিল? আমায় কিন্তু ক্রমাগত খাট্‌তে হয়েছে, যাতে মার্কিণেরা অপেক্ষাকৃত উদার ও ধর্ম্মপ্রবণ হয়—তার জন্য আমেরিকায় আমার সমুদয়

শক্তি ক্ষয় করতে হয়েছে এখন আমি মৃত্যুর দ্বারে অতিথি!

ইংলণ্ডে আমি কেবল ছমাস কাজ করেছি—একবার ছাড়া কখনও কোন নিন্দার রব ওঠেনি—সে নিন্দা-রটনাও একজন মার্কিণ রমণীর কাজ—এই কথা জানতে পেরে ত আমার ইংরাজ বন্ধুরা বিশেষ আশ্বস্ত হলেন। আক্রমণ ত কোন রকম হয়ই নি বরং অনেকগুলি ভাল ভাল ইংলিস চার্চ্চের পাদ্‌রী আমার ঘনিষ্ঠ বন্ধু হয়েছিলেন—আর না চেয়েই আমি আমার কাজের জন্য যথেষ্ট সাহায্য পেয়েছিলাম এবং নিশ্চিত আরও পাব। ওখানকার একটা সমিতি আমার কার্য্যের প্রসার লক্ষ্য করে আসছে এবং উহার জন্য সাহায্যের জোগাড় করছে। তথাকার চার জন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি আমার কার্য্যের সাহায্যের জন্য সব রকম অসুবিধা সহ্য করেও আমার সঙ্গে সঙ্গে ভারতে এসেছেন। আরও অনেকে আসবার জন্য প্রস্তুত ছিল এবং এরপর যখন যাব শত শত লোক আরও প্রস্তুত হবে। প্রিয় মেরি, আমার জন্য কিছু ভয় কোরো না। মার্কিণেরা বড় কেবল ইউরোপের হোটেল-ওয়ালা ও বস্ত্রবিক্রেতাদের চোখে এবং নিজেদের কাছে। জগৎটাতে যথেষ্ট যায়গা রয়েছে—ইয়াঙ্কিরা চটলেও আমার জগতে স্থানের অভাব হবে না। যাই

হোক্ না কেন আমি যতটুকু কাজ করেছি তাতে আমি সম্পূর্ণ সন্তুষ্ট আছি। আমি কখনও কোন জিনিষ মতলব করে করিনি। আপনা আপনি যেমন যেমন সুযোগ এসেছে আমি তারই সহায়তা নিয়েছি। কেবল একটা ভাব আমার মস্তিষ্কের ভিতর ঘুর্‌ছিল—ভারতবাসী সাধারণ জনগণের উন্নতির জন্য একটা যন্ত্র প্রস্তুত করে চালিয়ে দেওয়া। আমি সে বিষয়ে কতকটা কৃতকার্য্য হয়েছি। তোমার হৃদয় আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে উঠ্‌তো যদি তুমি দেখ্‌তে আমার ছেলেরা দুর্ভিক্ষ, ব্যাধি ও দুঃখকষ্টের ভিতর কেমন কাজ কর্‌ছে। কলেরাক্রান্ত 'পারিয়া'র মাদুরের বিছানার পাশে বসে কেমন তাদের সেবাশুশ্রূষা কর্‌ছে, অনশনক্লিষ্ট চণ্ডালের মুখে কেমন অন্ন তুলে দিচ্ছে —আর প্রভু আমায় তাদের জন্য সাহায্য পাঠাচ্ছেন। মানুষের কথা আমি কি গ্রাহ্য করি? সেই প্রেমাস্পদ প্রভু আমার সঙ্গে সঙ্গে রয়েছেন, যেমন আমেরিকায়, যেমন ইংলণ্ডে, যেমন যখন ভারতের রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়াতুম—কেউ আমায় চিন্‌তো না—তখন সঙ্গে সঙ্গে ছিলেন। লোকেরা কি বলে না বলে তাতে আমার কি এসে যায়—ওরা ত বালক! ওরা আর ওর চেয়ে বেশী বুঝ্‌বে কি করে? কি! আমি পরমাত্মাকে সাক্ষাৎ করেছি, সমুদয় পার্থিব বস্তু যে অসার তা প্রাণে প্রাণে

উপলব্ধি করেছি, আমি সামান্য বালকদের কথায় আমার নির্দ্দিষ্ট পথ থেকে চ্যুত হব—আমাকে দেখে কি সেইরূপ বোধ হয়?

আমাকে আমার নিজের সম্বন্ধে অনেক কথা বল্‌তে হল—কারণ, তোমাদের কাছে না বল্লে যেন আমার কর্ত্তব্য শেষ হত না। আমি বুঝ্‌তে পারছি আমার কাজ শেষ হয়েছে। জোর তিন চার বছর জীবন অবশিষ্ট আছে। আমার নিজের মুক্তির ইচ্ছা সম্পূর্ণ চলে গেছে। আমি সাংসারিক সুখের কখনও প্রার্থনা করি নি। আমি দেখ্‌তে চাই যে আমি যে যন্ত্রটা প্রস্তুত কর্‌লাম তা বেশ মজবুত, কাজের উপযোগী হয়েছে। আর এটা নিশ্চিত জেন যে, অন্ততঃ ভারতে লোকের কল্যাণের জন্য এমন একটি যন্ত্র বসিয়ে গেলাম কোন শক্তি যাকে হঠাতে পার্‌বে না।—আমি নিশ্চিন্ত হয়ে ঘুমুবো, পরে কি হবে সে সম্বন্ধে আর ভাব্‌ব না। আর আমি প্রার্থনা করি, যে, আমি বার বার জন্মগ্রহণ করে সহস্র দুঃখ সহ্য করি, যেন ঐ সকল জন্মে একমাত্র যে ঈশ্বর বাস্তবিক বর্ত্তমান, আমি একমাত্র যে ঈশ্বরে বিশ্বাসী সেই ঈশ্বরের—সমুদয় জীবাত্মার সমষ্টিস্বরূপ সেই ঈশ্বরের উপাসনা কর্‌তে পারি; আর সর্ব্বোপরি পতিত, দুঃখী, পাপী, তাপী রূপী আমার ঈশ্বর,

সকল জাতির দরিদ্র-দুঃখিরূপী আমার ঈশ্বরই আমার বিশেষ উপাস্য।

"যিনি উচ্চ ও নীচ, সাধু ও পাপী, দেব ও কীট উভয়রূপী, সেই প্রত্যক্ষ, জ্ঞেয়, সত্য, সর্ব্বব্যাপীর উপাসনা কর, অন্যান্য প্রতিমা ভেঙ্গে ফেল।"

"যাঁতে পূর্ব্বজন্ম নাই, পরজন্ম নাই, বিনাশ নাই, গমনাগমন নাই, যাঁতে আমরা সর্ব্বদা অবস্থিত থেকে অখণ্ডত্ব লাভ করছি এবং ভবিষ্যতেও করব, তাঁরই উপাসনা কর, অন্যান্য প্রতিমা ভেঙ্গে ফেল"।

আমার সময় অল্প। এখন আমার যা কিছু বলবার আছে কিছু না চেপে বলে যেতে হবে। ওতে কারও হৃদয়ে আঘাত লাগবে বা কেউ বিরক্ত হবে এ বিষয়ে লক্ষ্য করলে চলবে না। অতএব প্রিয় মেরি, আমার মুখ হতে যাই বার হক না কেন কিছুতেই ভয় পেওনা। কারণ, যে শক্তি আমার পশ্চাতে থেকে কাজ করছে, তা বিবেকানন্দ নহে—তা প্রভু স্বয়ং। কিসে ভাল হয়, তিনি ভাল বোঝেন। যদি আমাকে জগৎকে সন্তুষ্ট করতে হয় তা হলে ত আমার দ্বারা জগতের অনিষ্ট হবে। অধিকাংশ লোক যা বলে তা ভুল, কারণ, দেখতে পাওয়া যাচ্ছে তারা চিরকাল লোকের উপর প্রভুত্ব করছে তথাপি জগতের অবস্থা অতি

শোচনীয়ই রয়েছে। যে কোন নূতন ভাব প্রচারিত হবে তারই বিরুদ্ধে লোকে লাগ্‌বে; সভ্য যাঁরা তাঁরা শিষ্টাচারের সীমা লঙ্ঘন না করে উপহাসের হাসি হাস্‌বেন, আর যারা সভ্য নয় তারা শিষ্টাচারবিরুদ্ধ চীৎকার কর্‌বে ও কুৎসিত নিন্দা রটাবে। সংসারের কীট এরাও একদিন খাড়া হয়ে দাঁড়াবে—জ্ঞানহীন বালকেরাও একদিন জ্ঞানালোকে আলোকিত হবে। মার্কিণেরা অভ্যুদয়ের নূতন সুরাপানে এখন মত্ত। অভ্যুদয়ের বন্যা শত শত বার আমাদের দেশের উপর এসেছে ও চলে গেছে। তাতে আমরা এমন শিক্ষা পেয়েছি যা বালকপ্রকৃতির জাতিরা বুঝ্‌তে এখন অক্ষম। আমরা জেনেছি এ সবই মিছে, এই বীভৎস জগৎটা মায়া মাত্র—ইহা ত্যাগ কর এবং সুখী হও। কামকাঞ্চনের ভাব ত্যাগ কর—অন্য পথ নাই। বিবাহ, স্ত্রীপুরুষ-সম্বন্ধ, টাকাকড়ি এইগুলি মূর্তিমান্ পিশাচ স্বরূপ। সাংসারিক প্রেম যা কিছু, সব দেহ থেকেই প্রসূত—নিশ্চিত জেনো ঐ প্রেম দেহগত, তা ছাড়া আর কিছুই নয়। কামকাঞ্চনসম্বন্ধ সব ছেড়ে দাও—ঐগুলি যেমন চলে যাবে অমনি দিব্যদৃষ্টি খুলে যাবে—আধ্যাত্মিক সত্য সব সাক্ষাৎকার কর্‌বে; তখন আত্মা তাঁর অনন্ত শক্তি পুনঃপ্রাপ্ত হবেন। আমার বড়ই ইচ্ছা ছিল হ্যারিয়েটের

সঙ্গে দেখা কর্‌বার জন্য ইংলণ্ডে যাই।—আমার আর একটি মাত্র ইচ্ছা আছে, মৃত্যুর পূর্ব্বে তোমাদের চার বোনের সঙ্গে একবার দেখা করা ; আমার সে ইচ্ছা পূর্ণ হবেই হবে। ইতি—

তোমাদের চিরস্নেহাবদ্ধ
বিবেকানন্দ

(৩২)

আলমোড়া
১১ জুলাই, ১৮৯৭

প্রিয় শু—

তুমি সম্প্রতি মঠের যে কার্য্য-বিবরণ পাঠিয়েছ, তা পেয়ে ভারী খুসী হলুম। তোমার রিপোর্ট সম্বন্ধে আমার সমালোচনার বড় কিছু নেই—কেবল বল্‌তে চাই আর একটু পরিষ্কার করে লিখো।

যতদূর পর্য্যন্ত কাজ হয়েছে তাতে আমি খুব সন্তুষ্ট, কিন্তু আরো এগিয়ে যেতে হবে—পূর্ব্বে আমি একবার লিখেছিলুম, কতকগুলো পদার্থবিদ্যা ও রসায়নশাস্ত্র সম্বন্ধীয় যন্ত্র যোগাড় কর্‌লে ভাল হয় এবং ক্লাস খুলে নূতন ব্রহ্মচারীদের জন্য সাদাসিদে রকমের পদার্থবিদ্যা ও রসায়ন, বিশেষতঃ দেহতত্ত্ব সম্বন্ধীয় পরীক্ষা করে

তাদের ঐ সকল বিষয় শেখালে ভাল হয়; কই, সে সম্বন্ধে ত কোন উচ্চবাচ্য এ পর্য্যন্ত শুনিনি।

আরো একটা কথা লিখেছিলাম—যে সকল বৈজ্ঞানিক গ্রন্থ বাঙ্গালা ভাষায় অনুবাদ হয়ে গেছে সেইগুলি কিনে ফেলা উচিত; তার সম্বন্ধেই বা কি হল?

এখন্ আমার মনে হচ্ছে—মঠে একসঙ্গে অন্ততঃ তিন জন করে মোহান্ত নির্ব্বাচন কর্‌লে ভাল হয়—একজন বৈষয়িক ব্যাপারের দিকে দেখ্‌বেন, একজন ব্রহ্মচারীদের আধ্যাত্মিক উন্নতির ভার নেবেন, আর একজন শিক্ষার ভার নেবেন—ব্রহ্মচারীদের বুদ্ধিবৃত্তির উৎকর্ষ সাধন কিসে হয় তিনি সেইদিকে দেখবেন।

এর মধ্যে শিক্ষাবিভাগের পরিচালক উপযুক্ত লোক পাওয়াই দেখ্‌চি সব চেয়ে কঠিন। ব্র—ও তু—অনায়াসে অপর দুইটি বিভাগের ভার নিতে পারেন। মঠ দর্শন কর্‌তে কেবল কল্‌কেতার বাবুর্ দল আস্‌ছেন জেনে বড় দুঃখিত হলাম। তারা বড় সুবিধের নয়। আমরা চাই সাহসী যুবকের দল—যারা কাজ কর্‌বে, আহাম্মকের দলকে দিয়ে কি হবে? ব্র—কে বল্‌বে, তিনি যেন অ—ও সা—কে মঠে নিয়মিতভাবে তাঁদের সাপ্তাহিক কার্য্য-বিবরণী পাঠাতে লেখেন—যেন উহা পাঠাতে কোনমতে ত্রুটি না হয়, আর যে বাঙ্গালা

কাগজটা বার কর্‌বার কথা হচ্ছে, তার জন্য প্রবন্ধ ও আবশ্যকীয় উপাদান পাঠান। গিরিশবাবু কি কাগজটার জন্য যোগাড়যন্ত্র কর্‌ছেন? অদম্য ইচ্ছাশক্তির সহিত কাজ করে যাও ও প্রস্তুত থাক।

অ—অদ্ভুত কর্ম্ম কর্‌ছে বটে কিন্তু কার্য্যপ্রণালী ভাল বলে বোধ হচ্ছে না। বোধ হচ্ছে সে একটা ছোট গ্রাম নিয়েই তার শক্তি ক্ষয় কর্‌ছে, তাও কেবল চাল-বিতরণ কার্য্যে। এই চাল দিয়ে সাহায্যের সঙ্গে সঙ্গে কোনরূপ প্রচার কার্য্যও হচ্ছে—কই এরূপ ত শুন্‌তে পাচ্ছি না। লোকগুলোকে যদি আত্মনির্ভরশীল হতে শিখান না যায় তবে জগতের যত ঐশ্বর্য্য আছে সব ঢাল্‌লেও ভারতের একটা ক্ষুদ্র গ্রামেরও যথার্থ সাহায্য কর্‌তে পারা যায় না। আমাদের কাজ হওয়া উচিত প্রধানতঃ শিক্ষাদান—চরিত্র এবং বুদ্ধিবৃত্তি উভয়েরই উৎকর্ষসাধনের জন্য শিক্ষা-বিস্তার। আমি সে সম্বন্ধে ত কোন কথা শুন্‌ছি না—কেবল শুন্‌ছি, এতগুলি ভিক্ষুককে সাহায্য দেওয়া হয়েছে! ব্র—কে বল বিভিন্ন জেলায় কেন্দ্র খুল্‌তে, যাতে আমাদের সামান্য সম্বলে যতদূর সম্ভব অধিক জায়গায় কাজ করা যায়। আরো বোধ হচ্ছে, এপর্য্যন্ত ঐ কার্য্যে ফলতঃ কিছু হয় নি, কারণ, তাঁরা এখনও পর্য্যন্ত স্থানীয় লোকদের ভেতর

তাঁদের স্বদেশবাসীদের মধ্যে শিক্ষাবিস্তারের আকাঙ্ক্ষা জাগিয়ে তুল্‌তে পারেন নি—যাতে তাঁরা সভাসমিতি স্থাপন করে তাদের শিক্ষার বিধানে সচেষ্ট হন। এইরূপ শিক্ষার ফলে তারা আত্মনির্ভরশীল ও মিতব্যয়ী হতে পারবে এবং নিজেদের বলাবল না বুঝে তাড়াতাড়ি বিবাহ করে সংসারে জড়িয়ে পড়্‌বে না এবং এইরূপে ভবিষ্যতে দুর্ভিক্ষের কবল হতে আপনাদের রক্ষা কর্‌তে পার্‌বে। দয়ায় লোকের হৃদয় খুলে যায়, কিন্তু সেই দ্বার দিয়ে তার সর্ব্বাঙ্গীণ হিত যাতে হয়, তার জন্য চেষ্টা কর্‌তে হবে।

সর্ব্বাপেক্ষা সহজ উপায় এই—একটা ছোট কুঁড়ে নিয়ে গুরু মহারাজের মন্দির কর—গরিবরা সেখানে আসুক—তাদের সাহায্যও করা হউক—তারা সেখানে পূজা অর্চ্চাও করুক। প্রত্যহ সকালে সন্ধ্যায় সেখানে 'কথা' হক। ঐ কথার সাহায্যেই আমরা লোককে যা কিছু শেখাতে ইচ্ছা করি, শেখাতে পার্‌ব। ক্রমে ক্রমে তাদের আপনাদেরই ঐ বিষয়ে একটা আস্থা ও আগ্রহ বাড়্‌তে থাক্‌বে—তখন তারা নিজেরাই সেই মন্দিরের ভার নেবে, আর হতে পারে, কয়েক বৎসরের ভেতর ঐ ক্ষুদ্র মন্দিরটিই একটি প্রকাণ্ড আশ্রমে পরিণত হবে। যাঁরা দুর্ভিক্ষমোচন কার্য্যে যাচ্ছেন, তাঁরা প্রথমে প্রত্যেক

জেলায় এক একটা মাঝামাঝি জায়গা নির্ব্বাচন করুন—এইরূপ একটি কুঁড়ে নিয়ে তথায় ঠাকুরঘর স্থাপন করুন—যেখান থেকে আমাদের অল্পস্বল্প কার্য্য আরম্ভ হতে পারে।

মনের মত কাজ পেলে অতি মূর্খতেও করতে পারে। যে সকল কাজকেই মনের মত করে নিতে পারে, সেই বুদ্ধিমান্। কোনও কাজই ছোট নয়, এ সংসারে যাবতীয় বস্তু বটের বীজের মত, সর্ষপের মত ক্ষুদ্র দেখালেও অতি বৃহৎ বটগাছ তার মধ্যে। বুদ্ধিমান্ সেই যে এটি দেখ্‌তে পায় এবং সকল কাজকেই মহৎ করে তোলে। *

যাঁরা দুর্ভিক্ষমোচন কর্‌ছেন, তাঁদের এটিও লক্ষ্য রাখ্‌তে হবে যে, দান যেন উপযুক্ত পাত্রে পড়ে—জুয়াচোরেরা যেন ঠকিয়ে নিয়ে না যেতে পারে। ভারতবর্ষ এরূপ অলস জুয়াচোরে পূর্ণ এবং দেখে আশ্চর্য্য হবে, তারা না খেয়ে কখনও মরে না—কিছু না কিছু খেতে পায়ই। ব্র—কে বল, যাঁরা দুর্ভিক্ষে কাজ কর্‌ছেন, তাঁদের সকলকে এই কথা লিখ্‌তে—যাতে কোন ফল নেই এমন কিছুর জন্য টাকা খরচ কর্‌তে তাঁদের কখনই

* এই প্যারাটি অনুবাদ নহে—স্বামিজী ইংরেজীতে লিখিতে লিখিতে এই অংশটি বাঙ্গালায় লিখিয়াছিলেন।

দেওয়া হবে না—আমরা চাই, যতদূর সম্ভব অল্প খরচে যত বেশী সম্ভব স্থায়ী সৎকার্য্যের প্রতিষ্ঠা।

এখন তোমরা বুঝ্‌তে পার্‌ছ, তোমাদিগকে নূতন নূতন মৌলিক ভাব ভাব্‌বার চেষ্টা কর্ত্তে হবে—তা না হলে আমি মরে গেলেই সমুদয় কাজটাই চুরমার হয়ে যাবে। এই রকম কর্‌তে পার—তোমরা সকলে মিলে এই বিষয় আলোচনার জন্য একটা সভা কর—'আমাদের হাতে যে অল্পস্বল্প সম্বল আছে, তা থেকে কি করে সর্ব্বাপেক্ষা ভাল স্থায়ী কাজ হতে পারে।' কিছুদিন আগে থেকে সকলকে এই বিষয়ে খবর দেওয়া হক—সকলেই নিজের মতামত, বক্তব্য বলুক—সেইগুলি নিয়ে বিচার হক—বাদ প্রতিবাদ হক—তারপর আমাকে তার একটা রিপোর্ট পাঠাও।

উপসংহারে বলি, তোমরা স্মরণ রেখো, আমি আমার গুরুভাইদের চেয়ে আমার সন্তানদের নিকট অধিক প্রত্যাশা করি—আমি চাই, আমার সব ছেলেরা, আমি যত বড় হতে পার্‌তুম, তার চেয়ে শতগুণ বড় হক। তোমাদের প্রত্যেককেই এক একটা 'দানা' অবশ্য হতেই হবে—আমি বল্‌ছি,—অবশ্যই হতে হবে। আজ্ঞাবহতা, উদ্দেশ্যের উপর অনুরাগ, ও সর্ব্বদা প্রস্তুত হয়ে থাকা—এই তিনটি যদি থাকে, কিছুতেই তোমাদের

হঠাতে পার্‌বে না। আমার ভালবাসা ও আশীর্ব্বাদ জান্‌বে। ইতি—

বিবেকানন্দ

(৩৩)

লস্ এঞ্জেলিস্
নং ৪২১ ; ২১ নং রাস্তা
২৩শে ডিসেম্বর, ১৮৯৯

তা,

সত্যই আমি দৈবতাড়িত চিকিৎসা প্রণালীতে (magnetic healing) ক্রমশঃ সুস্থ হয়ে উঠ্‌ছি। মোট কথা, এখন আমি বেশ ভালই আছি। আমার শরীরের কোন যন্ত্র কোন কালেই বিগড়ায় নাই—স্নায়বিক দৌর্ব্বল্য ও অজীর্ণতাই আমার দেহে যাহা কিছু গোল বাধিয়েছিল।

এখন আমি প্রত্যহ আহারের পূর্ব্বে বা পরে যে কোন সময়েই হউক, ক্রোশ ক্রোশ বেড়িয়ে আসি। আমি বেশ ভাল হয়ে গেছি আর আমার দৃঢ় বিশ্বাস—ভালই থাকব।

এখন চাকা ঘুরে গেছে—মা উহা ঘোরাচ্ছেন। তাঁর কাজ যতদিন না শেষ হচ্ছে, ততদিন তিনি আমায়

যেতে দিচ্ছেন না—এইটি হচ্ছে আসল ভেতরকার কথা।

দেখ, ইংলণ্ড কেমন উন্নতির দিকে এগুচ্ছে। এই রক্তারক্তির পর সেখানকার লোক, এই ক্রমাগত লড়াই, লড়াই, লড়ায়ের চেয়ে বড় ও উঁচু জিনিষ ভাব্‌বার সময় পাবে। এই আমাদের সুযোগ। আমরা এখন একটু উদ্যমশীল হয়ে দলে দলে ওদের ধর্‌ব * * তারপর ভারতীয় কার্য্যটাকেও পুরা দমে চালিয়ে দেব। * * চারি দিকের অবস্থা বেশ আশাপ্রদ বোধ হচ্ছে, অতএব প্রস্তুত হও। চারিটি ভগ্নি ও তুমি আমার ভালবাসা জানবে। ইতি—

(৩৪)

C/o মিস্ মিড্
৪৪৭ ডগলাস বিল্ডিং
লস্ এঞ্জেলিস্, কালিফোর্ণিয়া
১৫ই ফেব্রুয়ারি, ১৯০০

প্রিয় নিবেদিতা,

তোমার—তারিখের পত্র আজ প্যাসাডেনায় আমার নিকট পৌঁছিল। দেখ্‌ছি, জো চিকাগোয় গিয়ে সেখানে

তোমায় পায় নি, তাদের কাছ থেকেও নিউইয়র্ক হতে এপর্য্যন্ত কোন খবর পাই নি। ইংলণ্ড থেকে এক রাশ ইংরাজী খবরের কাগজ পেলাম—খামের উপর এক লাইন লেখা—তাতে আমার প্রতি শুভেচ্ছা প্রকাশ করা হয়েছে ও—সই আছে। অবশ্য উহাদের মধ্যে দরকারী বিশেষ কিছু ছিল না। আমি তাকে একখানা চিঠি লিখ্‌তাম কিন্তু আমি ত ঠিকানা জানি না, আর ভয় হল চিঠি লিখ্‌লে তিনি ভয় পেয়ে যাবেন।

* * * আমি মিসেস্ সে—র কাছে খবর পেলাম্ যে, নিরঞ্জন কল্‌কেতায় সাংঘাতিক রকমে পীড়িত হয়ে পড়েছেন—জানি না, তাঁর শরীর ছুটে গেছে কি না। যাই হক, আমি এখন খুব শক্ত হয়েছি—পূর্ব্বাপেক্ষা আমার মানসিক দৃঢ়তা খুব বেড়েছে—আমার হৃদয়টা যেন লোহার পাত দিয়ে বাঁধান হয়ে গেছে। আমি এক্ষণে সন্ন্যাস জীবনের অনেকটা কাছাকাছি যাচ্ছি।

আমি দুই সপ্তাহ যাবৎ সা—র কাছ থেকে কোন খবর পাই নি। তুমি গল্পগুলি পেয়েছ জেনে খুসী হলাম। ভাল বিবেচনা কর ত তুমি নিজে ওগুলি আবার নূতন করে লেখ। কোন প্রকাশককে যদি পাও তাকে দিয়ে ওগুলি ছাপিয়ে প্রকাশ করে দাও; আর যদি বিক্রি করে কিছু লাভ হয়, তোমার কাজের জন্য নাও।

আমার দরকার নেই। * * আমি আস্‌ছে সপ্তায় সান্‌-ফ্রান্সিস্কোয় যাচ্ছি—তথায় সুবিধা কর্‌তে পার্‌ব—আশা করি। * * *

ভয় করোনা—তোমার বিদ্যালয়ের জন্য টাকা আস্‌বে। আস্‌তেই হবে—আর যদি না আসে, তাতেই বা কি আসে যায়? মা জানেন, কোন্ রাস্তা দিয়ে নিয়ে যাবেন। তিনি যে দিক্ দিয়ে নিয়ে যান্, সব রাস্তাই সমান। জানি না আমি শীঘ্র পূর্বে * যাচ্ছি কিনা। যদি যাবার সুযোগ হয়, তবে ইণ্ডিয়ানায় নিশ্চিত যাবো।

এই আন্তর্জাতিক মেলামেশার মতলবটা খুব ভাল—যে রকমে পার উহাতে যোগ দাও—আর যদি তুমি মাঝে থেকে কতকগুলি ভারতরমণীদের সমিতিকে ঐতে যোগ দেওয়াতে পার তবে আরো ভাল হয়।

* * * *

কুছ্ পরোয়া নেই, আমাদের সব সুবিধা হয়ে যাবে। এই লড়াইটা যেমন শেষ হবে, আমরা অম্‌নি ইংলণ্ডে

---

* কালিফোর্ণিয়ার অন্তর্গত লস্ এঞ্জেলিস্ হইতে স্বামিজী এই পত্র লিখিতেছেন। উহা আমেরিকার পশ্চিম দিকে অবস্থিত। তথা হইতে পূর্ব্ব অর্থাৎ নিউইয়র্কের দিকে যাইবার কথা বলিতেছেন। তথায় যাইতে হইলে ইণ্ডিয়ানা নামক স্থান হইয়া যাইতে হয়।

যাব ও তথায় খুব চুটিয়ে কাজ কর্‌বার চেষ্টা কর্‌ব—কি বল? স্থিরা মাতাকে লিখ্‌ব কি? যদি তাঁকে লেখা ভাল মনে কর, তাঁর ঠিকানা আমায় পাঠাবে। তিনি কি তারপর তোমায় পত্রাদি লিখেছেন?

ধৈর্য্য ধরে থাক—সবই ঠিক ঘুরে আস্‌বে। এই যে নানারূপ অভিজ্ঞতা লাভ হচ্ছে তাতে তোমার বেশ শিক্ষা হচ্ছে—আর আমি সেই টুকুই চাই। আমারও শিক্ষা হচ্ছে। যে মুহূর্ত্তে আমরা উপযুক্ত হব, তখনই আমাদের কাজে টাকা আর লোক উড়ে আস্‌বে। এখন আমার বায়ুপ্রধান ধাত ও তোমার ভাবুকতা মিলে সব গোল হয়ে যেতে পারে। সেই কারণেই মা আমার বায়ু একটু একটু করে আরোগ্য করে দিচ্ছেন। আর তোমারও মাথা ঠাণ্ডা করে আন্‌ছেন। তারপর আমরা—যাচ্ছি আর কি। এইবার আর একটু আধটু ছোটখাট নয়, রাশ রাশ ভাল কাজ হবে নিশ্চিত জেনো। এইবার আমরা প্রাচীনদেশ ইউরোপের মূল ভিত্তি পর্য্যন্ত তোলপাড় করে ফেল্‌বো। * * * আমি ক্রমশঃ ধীর স্থির শান্ত প্রকৃতি হয়ে আস্‌ছি—যাই ঘটুক না কেন, আমি প্রস্তুত আছি। এইবার যে কাজে লাগা যাবে প্রত্যেক ঘায়ে বেশ কাজ হবে—

একটাও বৃথা যাবে না—এই হচ্ছে আমার জীবনের আগামী অধ্যায়। আমার ভালবাসাদি জান্‌বে। ইতি—

বিবেকানন্দ

পুনঃ—তোমার বর্ত্তমান ঠিকানা লিখ্‌বে। ইতি—

বি—

(৩৫)

১৭১৯, টার্ক ষ্ট্রীট,
সান্‌ ফ্রান্সিস্কো
২৮শে মার্চ্চ, ১৯০০

প্রিয় নিবেদিতা,

আমি তোমার সৌভাগ্যে খুব আনন্দিত হলাম। আমরা যদি লেগে পড়ে থাকি, তবে অবস্থাচক্র ফির্‌বেই ফির্‌বে। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, তোমার যত টাকার দরকার তা এখানে বা ইংলণ্ডে পাবে।

আমি খুব খাট্‌ছি—আর যত বেশী খাট্‌ছি ততই ভাল বোধ কচ্ছি। শরীর অসুস্থ হয়ে আমার একটা বিশেষ উপকার করেছে, নিশ্চিত বুঝ্‌তে পার্‌ছি। আমি এখন ঠিক ঠিক বুঝ্‌তে পার্‌ছি অনাসক্তি মানে কি, আর আমার আশা—অতি শীঘ্রই আমি সম্পূর্ণ অনাসক্ত হব।

আমরা আমাদের সমুদয় শক্তি একদিকে প্রয়োগ

করে একটা বিষয়ে আসক্ত হয়ে পড়ি—এই ব্যাপারেরই অপর দিক্‌টা উহারই মত কঠিন, যদিও উহা নেতি-ভাবাত্মক—সেটির দিকে আমরা খুব কম মনোযোগই দিয়ে থাকি—সেটি হচ্ছে—মুহূর্ত্তের মধ্যে কোন বিষয় থেকে অনাসক্ত হবার—তা থেকে নিজেকে আল্‌গা করে নেবার শক্তি। এই আসক্তি ও অনাসক্তি—উভয় শক্তিই যখন পূর্ণভাবে বিকশিত হয়ে উঠে, তখন মানুষ মহৎ ও সুখী হতে পারে।

আমি—র দানের সংবাদ পেয়ে যে কি সুখী হলাম, তা কি বল্‌বো। * * সবুর কর, তাঁর ভিতর দিয়ে যা কার্য্য হবার, সেইটা এখন প্রকাশ হচ্ছে। তিনি জান্‌তে পারুন, বা নাই পারুন, রামকৃষ্ণের কার্য্যে তাঁকে এক মহৎ অংশ অভিনয় কর্ত্তে হবে।

তুমি অধ্যাপক—র যে বিবরণ লিখেছ, তা পড়ে খুব আনন্দ পেলাম, জো ও একজন দিব্যদৃষ্টিসম্পন্ন (Clair-voyant) লোকের সম্বন্ধে বড় মজার বিবরণ লিখেছে।

সব বিষয় এক্ষণে আমাদের অনুকূল হতে আরম্ভ হয়েছে। * *

আমার বোধ হয়, এ পত্রখানি তুমি চিকাগোয় পাবে। * * মিস্—র বিশেষ বন্ধু সুইস্ যুবক ম্যাক্স—র কাছ থেকে একখানি সুন্দর পত্র পেয়েছি। মিস্—ও

আমায় তাঁর ভালবাসা জানিয়েছেন, আর তাঁরা আমার কাছে জান্‌তে চেয়েছেন, আমি কবে ইংলণ্ডে যাচ্ছি। তাঁরা লিখ্‌ছেন, সেখানে অনেকে ঐ বিষয়ে খবর নিচ্ছে।

সব জিনিষ ঘুরে আস্‌বে। বীজ থেকে গাছ হতে গেলে তাকে মাটির নীচে কিছুদিন থেকে পচ্‌তে হবে। গত তুবছর এইরূপ মাটির নীচে বীজ পচ্‌ছিল। মৃত্যুর করালগ্রাসে পড়ে যখনই আমি ছট্‌ফট্‌ করেছি, তখনই তার পরেই সমগ্র জীবনটা যেন প্রবলভাবে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছে। এইরূপ একবারের ঘটনায় আমায় রামকৃষ্ণের কাছে নিয়ে এল, আর একবারের ঘটনায় আমাকে যুক্তরাজ্যে নিয়ে এল। এইটিই হয়েছে অন্য সবগুলির মধ্যে বড় ব্যাপার। উহা এখন চলে গেছে— আমি এখন এমন স্থির শান্ত হয়ে গেছি যে, আমার সময়ে সময়ে নিজেরই আশ্চর্য্য বোধ হয়। আমি এখন সকাল সন্ধ্যা খুব খাটি, যখন যা খুসি খাই, রাত্রি বারটায় শুই, আর কি তোফা নিদ্রা! পূর্ব্বে আর কখনও এমন ঘুমোবার শক্তি লাভ করি নি। তুমি আমার ভালবাসা ও আশীর্ব্বাদ জান্‌বে ইতি—

বিবেকানন্দ

(৩৬)

সান্ ফ্রান্সিস্কো
৬ই এপ্রিল, ১৯০০

প্রিয় নিবেদিতা—

শুনে সুখী হলাম, তুমি ফিরেছ—আরও সুখী হলাম, তুমি প্যারিসে যাচ্ছ শুনে। আমি অবশ্য প্যারিসে যাব, তবে কবে যাব জানি না।

মিসেস্—বল্‌ছেন, আমার এখনই রওনা হওয়া উচিত ও ফরাসী ভাষা শিখ্‌তে লেগে যাওয়া উচিত। আমি বলি, যা হবার হবে—তুমিও তাই কর।

তোমার বইখানা শেষ করে ফেল ও তারপর প্যারিসের কাজটা। * * —কেমন আছে? তাকে আমার ভালবাসা জানাবে। আমার এখানকার কাজ শেষ হয়ে গেছে। আমি দিন পনেরর ভেতর চিকাগোয় যাচ্ছি, যদি—সেথায় থাকে * * ইতি—

আশীর্ব্বাদক
বিবেকানন্দ

(৩৭)

প্লেস দে এতাত ইউনিস, প্যারিস

২৫শে আগষ্ট, ১৯০০

প্রিয়—

এইমাত্র তোমার পত্র পেলাম—আমার প্রতি সহৃদয় বাক্যসমূহ প্রয়োগের জন্য তোমাকে বহু ধন্যবাদ জানাচ্ছি। * *

এখন আমি স্বাধীন, আর কোন বাঁধাবাঁধির ভিতর নেই, কারণ, আমি রামকৃষ্ণ-মিশনের কার্য্যে আর আমার কোন ক্ষমতা বা কর্ত্তৃত্ব বা পদ রাখি নি। আমি উহার সভাপতির পদও ত্যাগ করেছি।

এখন মঠাদি সব আমি ছাড়া রামকৃষ্ণের অন্যান্য সাক্ষাৎ শিষ্যদের হাতে গেল। ব্রহ্মানন্দ, এখন সভাপতি হলেন, তারপর উহা প্রেমানন্দ ইত্যাদির উপর ক্রমে ক্রমে পড়বে।

এখন এই ভেবে আমার আনন্দ হচ্ছে যে, আমার মাথা থেকে এক মস্ত বোঝা নেমে গেল! আমি এখন নিজেকে বিশেষ সুখী বোধ কচ্ছি।

আমি এখন বিশ বৎসর ধরে রামকৃষ্ণের সেবা কল্লাম—তা ভুল করেই হক বা সফলতার ভিতর দিয়েই হক—এখন আমি কার্য্য থেকে অবসর নিলাম।

আমি এখন আর কাহারও প্রতিনিধি নই বা কাহারও নিকট দায়ী নই। আমার এতদিন বন্ধুদের কাছে একটা বাধাবাধকতা বোধ ছিল—ও ভাবটা যেন দীর্ঘস্থায়ী ব্যায়রামের মত আমায় আঁকড়ে ধরেছিল। এখন আমি বেশ করে ভেবে চিন্তে দেখ্‌লাম—আমি কারুর কিছু ধার ধারি নি। আমি ত দেখ্‌ছি, আমি প্রাণ পর্য্যন্ত পণ করে—আমার সমুদয় শক্তি প্রয়োগ করে—তাদের উপকারের চেষ্টা করেছি, কিন্তু তার প্রতিদানস্বরূপ তারা আমায় গালমন্দ করেছে, আমার অনিষ্টচেষ্টা করেছে, আবার বিরক্ত ও জ্বালাতন করেছে। * *

তোমার চিঠি পড়ে মনে হলো, তুমি মনে করেছ যে, তোমার নূতন বন্ধুদের উপর আমার ঈর্ষ্যা হয়েছে। আমি কিন্তু তোমাকে চিরদিনের জন্য জানিয়ে রাখ্‌ছি—আমার অন্য যে কোন দোষ থাক্ না কেন, আমার জন্ম থেকেই আমার ভিতর ঈর্ষ্যা, লোভ বা কর্ত্তৃত্বের ভাব নেই।

আমি পূর্ব্বেও তোমাকে কোন আদেশ করি নি, এখন ত কাজের সঙ্গে আমার কোন সম্পর্কই নেই—এখন আর কি আদেশ দেবো? কেবল এই পর্য্যন্ত আমি জানি যে, যতদিন তুমি সর্ব্বান্তঃকরণে মায়ের সেবা কর্ব্বে, ততদিন তিনিই তোমাকে ঠিক পথে চালিয়ে নেবেন।

তুমি যে কোন বন্ধু করেছ, কারো সম্বন্ধে আমার কখন ঈর্ষা হয় নি। কোন বিষয়ে মেশ্‌বার জন্য আমি কখনও আমার ভাইদের সমালোচনা করি নি। তবে আমি এটা দৃঢ়বিশ্বাস করি যে, পাশ্চাত্য জাতিদের একটা বিশেষত্ব এই আছে যে, তারা নিজেরা যেটা ভাল মনে করে, সেটা অপরের উপর জোর করে চাপাবার চেষ্টা করে—ভুলে যায় যে একজনের পক্ষে যেটা ভাল, অপরের পক্ষে সেটা ভাল নাও হতে পারে। আমার ভয় হতো যে, তোমার নূতন বন্ধুদের সঙ্গে মেশার ফলে তোমার মন যে দিকে ঝুঁকবে, তুমি অপরের ভিতর জোর করে সেই ভাব দেবার চেষ্টা করবে। কেবল এই কারণেই আমি কখন কখন কোন বিশেষ লোকের প্রভাব থেকে তোমায় তফাৎ রাখ্‌বার চেষ্টা করেছিলাম, এর অন্য কোন কারণ নেই। তুমি ত স্বাধীন, তোমার নিজের যা যা পছন্দ তাই কর, নিজের কাজ বেছে নাও। * *

আমি এইবার সম্পূর্ণ অবসর নিতে ইচ্ছা করে-ছিলাম। কিন্তু এখন দেখ্‌ছি মায়ের ইচ্ছা—আমি আমার আত্মীয়বর্গের জন্য কিছু করি। ভাল, বিশ বছর পূর্ব্বে আমি যা ত্যাগ করেছিলাম, তা আমি আনন্দের সহিত আবার ঘাড়ে নিলাম। বন্ধুই হোক,

শক্রুই হোক, সকলেই তাঁর হাতের যন্ত্রস্বরূপ হয়ে সুখ বা দুঃখের ভিতর দিয়ে আমাদের কর্ম্মক্ষয় করবার সাহায্য করছে। সুতরাং মা তাদের সকলকে আশীর্ব্বাদ করুন। আমার ভালবাসা আশীর্ব্বাদাদি জানবে। ইতি—

তোমার চিরস্নেহাবদ্ধ

বিবেকানন্দ

———

(৫৮)

প্রিয়—

মানবসমাজ ক্রমান্বয়ে চারিটি বর্ণ দ্বারা শাসিত হয়—পুরোহিত (ব্রাহ্মণ), সৈনিক (ক্ষত্রিয়), ব্যবসায়ী (বৈশ্য) এবং মজুর (শূদ্র)। প্রত্যেক শাসনে দোষগুণ উভয়ই বর্ত্তমান। পুরোহিত শাসনে বংশজাত ভিত্তিতে ঘোর সংকীর্ণতা রাজত্ব করে—তাঁহাদের ও তাঁহাদের বংশধরগণের অধিকাররক্ষার জন্য চারিদিকে বেড়া দেওয়া থাকে,—তাঁহারা ব্যতীত বিদ্যা শিখিবার কাহারও অধিকার নাই, বিদ্যাদানেরও কাহারও অধিকার নাই। এযুগের মাহাত্ম্য ইহাই যে, এই সময়ে বিভিন্ন বিজ্ঞানের ভিত্তি স্থাপিত হয়—কারণ, বুদ্ধিবলে অপরকে শাসন করিতে হয় বলিয়া পুরোহিতগণ মনের উৎকর্ষ সাধন করিয়া থাকেন।

ক্ষত্রিয় শাসন বড়ই অত্যাচারপূর্ণ ও কঠোর, কিন্তু ক্ষত্রিয়েরা এত অনুদারমনা নহেন। এই যুগে শিল্পের ও সামাজিক সভ্যতার চরমোৎকর্ষ সাধিত হইয়া থাকে।

তারপর বৈশ্যশাসন যুগ। ইহার ভিতরে ভিতরে শরীর নিষ্পেষণ ও রক্তশোষণকারী ক্ষমতা, অথচ বাহিরে প্রশান্ত ভাব—বড়ই ভয়াবহ! এযুগের সুবিধা এই যে, বৈশ্যকুলের সর্ব্বত্র গমনাগমনের ফলে পূর্ব্বোক্ত দুই যুগের পুঞ্জীভূত ভাবরাশি চতুর্দ্দিকে বিস্তৃতি লাভ করে। ক্ষত্রিয় যুগ অপেক্ষা বৈশ্যযুগ আরও উদার, কিন্তু এই সময় হইতেই সভ্যতার অবনতি হইতে আরম্ভ হয়।

সর্ব্বশেষে শূদ্রশাসন যুগের আবির্ভাব হইবে—এই যুগের সুবিধা হইবে এই যে, এসময়ে নানারূপ শারীরিক সুখস্বাচ্ছন্দ্যের বিস্তার হইবে, কিন্তু হয়ত সঙ্গে সঙ্গে সভ্যতার অবনতিরূপ দোষ ঘটিবে—সাধারণ শিক্ষার পরিসর খুব বাড়িবে বটে কিন্তু সমাজে অসাধারণ প্রতিভাশালী ব্যক্তির সংখ্যা ক্রমশঃই কম হইতে থাকিবে।

যদি এমন একটি রাষ্ট্র গঠন করিতে পারা যায়, যাহাতে ব্রাহ্মণ যুগের জ্ঞান, ক্ষত্রিয়ের সভ্যতা, বৈশ্যের সম্প্রসারণ শক্তি এবং শূদ্রের সাম্যের আদর্শ—এই সব গুলিই ঠিক ঠিক বজায় থাকিবে অথচ ইহাদের দোষগুলি

থাকিবে না, তাহা হইলে তাহা একটি আদর্শ রাষ্ট্র হইবে। কিন্তু ইহা কি সম্ভবপর?

এক্ষণে ইহা ঠিক যে, প্রথম তিনটির পালা শেষ হইয়াছে—এইবার শেষটির সময়। শূদ্রযুগ আসিবেই আসিবে—উহা কেহই প্রতিরোধ করিতে পারিবে না। স্বর্ণমুদ্রা অথবা রজতমুদ্রা এর কোন্‌টিকে রাষ্ট্রীয় ধনের পরিমাপক (Standard) করিলে কি কি অসুবিধা ঘটে তাহা আমি বিশেষ জানি না—(আর বড় একটা কেহ জানেন বলিয়া বোধ হয় না)। কিন্তু এটুকু আমি বেশ বুঝিতে পারি যে, স্বর্ণমুদ্রার মূল্যে সকল মূল্য ধার্য্য করার ফলে গরীবরা আরও গরীব এবং ধনীরা আরও ধনী হইতেছে। ব্রায়ান যথার্থই বলিয়াছেন, "আমরা এই সোণার ক্রুশে বিদ্ধ হইতে নারাজ।" রূপার দরে সব দর ধার্য্য হইলে গরীবরা এই অসমান জীবনসংগ্রামে অনেকটা সুবিধা পাইবে। আমি যে একজন সোশিয়ালিষ্ট (socialist)* তাহার কারণ ইহা নয় যে, আমি ঐমত সম্পূর্ণ নির্ভুল বলিয়া মনে করি, কেবল 'নেই মামার চেয়ে কাণামামা ভাল'—ইহা বলিয়া।

---

* Socialist—Socialism মতাবলম্বী। ইঁহারা সমাজে ধনী ও দরিদ্রের মধ্যে যে বিষম বৈষম্য আছে, তাহা যথাসম্ভব দূর করিয়া সমাজের আমূল পুনর্গঠনের পক্ষপাতী।

অপর প্রথা কয়টিই জগতে চলিয়াছে এবং পরিশেষে সেগুলি দোষযুক্ত বলিয়া দেখা গিয়াছে। এটিরও অন্ততঃ আর কিছুর জন্য না হইলেও জিনিষটার অভিনবত্বের দিক্ হইতে একবার পরীক্ষা করা যাউক। একই লোক চিরকাল সুখ বা দুঃখ ভোগ করিবে, তাহা অপেক্ষা সুখ দুঃখটা যাহাতে পর্য্যায়ক্রমে সকলের মধ্যে বিভক্ত হইতে পারে, তাহাই ভাল। জগতে ভালমন্দের সমষ্টি চিরকালই সমান থাকিবে, তবে নূতন নূতন প্রণালীতে এই যুগটি (yoke) স্কন্ধ হইতে স্কন্ধান্তরে সমর্পিত হইতে পারিবে, এই পর্য্যন্ত।

এই দুঃখময় জগতে সব হতভাগ্যকেই এক একদিন আরাম করিয়া লইতে দাও—তবেই তাহারা কালে এই তথাকথিত সুখভোগটুকুর পর এই অসার জগৎ-প্রপঞ্চ, শাসনতন্ত্রাদি ও অন্যান্য বিরক্তিকর বিষয় সকল পরিহারপূর্ব্বক ব্রহ্মস্বরূপে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে পারিবে। তোমরা সকলে আমার ভালবাসা জানিবে। ইতি—

তোমাদের চিরবিশ্বস্ত ভ্রাতা
বিবেকানন্দ

সমাপ্ত

স্বামী সারদানন্দ প্রণীত

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ

পূর্ব্বকথা ও বাল্যজীবন

পাঠক ইহাতে ঠাকুরের বংশপরিচয়ের সহিত তাঁহার অলৌকিক জীবনের প্রথমাংশের একটি হৃদয়গ্রাহী চিত্র দেখিতে পাইবেন। ঠাকুরের জন্মকাল এই পুস্তকে বিশেষ যত্নের সহিত নির্ণীত হইয়াছে এবং তাঁহার জীবনের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্ট তদ্বংশীয় অন্যান্য ব্যক্তিগণের জীবনের ঘটনাবলীরও পৌর্ব্বাপর্য্য সযত্নে নিরূপিত হইয়াছে। বর্ত্তমান গ্রন্থখানি প্রথমে পাঠ করিয়া পরে **সাধকভাব** ও **গুরুভাব** পাঠে (পূর্ব্বার্দ্ধ ও উত্তরার্দ্ধ পাঠ করিলেই পাঠক শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের জন্মকাল হইতে ৪৫ বৎসর পর্য্যন্ত অর্থাৎ ১৮৮১ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত) তাঁহার ধারাবাহিক জীবনেতিহাস প্রাপ্ত হইবেন।

বিস্তারিত সূচী, ও কামারপুকুরে শ্রীশ্রীঠাকুরের বাটী ও তৎ-সম্মুখস্থ শিবমন্দির ও মাণিকরাজার আম্রকানন—এই তিনখানি সুদৃশ্য দুই রঙ্গের নূতন চিত্র ব্যতীত, পাঠকবর্গের সুবিধার জন্য বিশেষ পরিশ্রমের সহিত কামারপুকুর অঞ্চলের একখানি ও কামারপুকুর গ্রামের একখানি মানচিত্র এবং ঠাকুরের বাটীর একখানি নক্সা প্রদত্ত হইয়াছে। ২য় সংস্করণ—ডবল ক্রাউন ১৬ পেজি, ১৪২ পৃষ্ঠার উপর। মূল্য ১৶০ আনা, উদ্বোধন-গ্রাহকপক্ষে ১৲।

সাধকভাব

এই পুস্তকে শুধু সাধকভাবের দার্শনিক আলোচনাই হয় নাই, অধিকন্তু ইহাতে ত্রিলোকপাবন ভগবান্ শ্রীরামকৃষ্ণের সাধক-জীবনের সমস্ত ঘটনা ধারাবাহিকরূপে বিবৃত হইয়াছে। ঘটনাগুলির পৌর্ব্বাপর্য্য ও বর্ষ বিশেষ অনুসন্ধানের পর নিরূপিত হইয়াছে। পাঠকের বোধসৌকার্য্যার্থ 'ম্যার্জ্জিন্যাল নোট', বিস্তারিত সূচী এবং বংশতালিকাদি সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। ঠাকুরের একখানি তিন রঙ্গের নূতন ছবি দেওয়া হইয়াছে। ৩য় সংস্করণ—বিস্তৃত সূচী ও পরিশিষ্ট-যুক্ত ডবল ক্রাউন ১৬ পেজি ৪৫০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। মূল্য ১৷০, উদ্বোধন গ্রাহকের পক্ষে ১৶০।

গুরুভাব—পূর্ব্বার্দ্ধ ও উত্তরার্দ্ধ

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের জীবনী ও শিক্ষা-সম্বন্ধে এরূপ ভাবের পুস্তক ইতঃপূর্ব্বে আর প্রকাশিত হয় নাই। যে সার্ব্বজনীন উদার আধ্যাত্মিক শক্তির সাক্ষাৎ প্রমাণ ও পরিচয় পাইয়া স্বামী শ্রীবিবেকানন্দ প্রমুখ বেলুড়মঠের প্রাচীন সন্ন্যাসিগণ শ্রীরামকৃষ্ণদেবকে জগৎগুরু ও যুগাবতার বলিয়া স্বীকার করিয়া তাঁহার শ্রীপাদপদ্মে শরণ লইয়াছিলেন, সে ভাবটি বর্ত্তমান পুস্তক ভিন্ন অন্যত্র পাওয়া অসম্ভব। কারণ, ইহা তাঁহাদেরই অন্যতমের দ্বারা লিখিত।

পূর্ব্বার্দ্ধে, দক্ষিণেশ্বরের শ্রীশ্রীমা কালীর, শ্রীরামকৃষ্ণদেবের এবং ৺শম্ভুচন্দ্র মল্লিকের তিনখানি হাফটোন ছবি আছে; এবং উত্তরার্দ্ধে, দক্ষিণেশ্বরের কালীমন্দির, দ্বাদশ শিবমন্দির এবং বিষ্ণুমন্দির সম্বলিত সুন্দর ছবি এবং মথুরবাবু, বলরামবাবু এবং গোপালের মা প্রভৃতি ভক্তগণের ছবি সন্নিবেশিত হইয়াছে।

১ম খণ্ড (গুরুভাব—পূর্ব্বার্দ্ধ), ৩য় সংস্করণ, মূল্য—১॥০ টাকা; উদ্বোধন গ্রাহকের পক্ষে ১৶০ আনা। ২য় খণ্ড (গুরুভাব—উত্তরার্দ্ধ), ৩য় সংস্করণ, মূল্য ১॥০, উদ্বোধন গ্রাহকের পক্ষে ১৶০।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পুঁথি—(দ্বিতীয় সংস্করণ—বর্দ্ধিত)

শ্রীঅক্ষয়কুমার সেন প্রণীত। সংসারের শোকতাপের পক্ষে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-চরিত সুধাস্বরূপ। আকার রয়েল আট পেজী, ৬২৬ পৃষ্ঠা। মূল্য ৪৲ টাকা।

ঠিকানা—উদ্বোধন কার্য্যালয়,

১নং মুখার্জ্জি লেন, বাগবাজার, কলিকাতা।


तन्नो हंसः प्रचोदयात्